পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(পৌরাণিক নাটক)

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

অভিনব সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৩১

মূল্য এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"

১২৮৯ সাল, ১লা মাঘ, ন্যাসান্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী	..	স্বর্গীয় প্রতাপচাঁদ জহরী।
নাট্যাচার্য্য	...	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
অধ্যক্ষ	...	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীতাচার্য্য	...	" রামতারণ সান্যাল।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	" ধর্ম্মদাস সুর।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতৃগণ :—

বিরাট	...	স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র মিত্র (বেড়োল)।
যুধিষ্ঠির	...	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
ভীম	...	স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।
অর্জ্জুন	...	" মহেন্দ্রলাল বসু।
নকুল	...	" বিহারীলাল বসু।
সহদেব	...	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কীচক	...	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
উত্তর	.	" অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)।
ভীষ্ম	...	" অমৃতলাল মিত্র।
দুর্য্যোধন	..	" গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীকৃষ্ণ	...	স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী।
দ্রোণাচার্য্য	...	" " "
অভিমন্যু	...	শ্রীমতী বনবিহারিণী (ভুনি)।
কৃপাচার্য্য	...	স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
জনৈক ব্রাহ্মণ	...	" অমৃতলাল মিত্র।
গোপ	...	" জীবনচন্দ্র সেন।
দ্রৌপদী	...	শ্রীমতী বিনোদিনী।
সুদেষ্ণা	...	পরলোকগতা কাদম্বিনী (কাদু)।
হাড়িনী	...	" ক্ষেত্রমণি।

☞ "গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থ-প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত তালিকা হইতে উপরোক্ত নাম সকল উদ্ধৃত হইল।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

গৃহলক্ষ্মী। এই সামাজিক নাটকখানি বঙ্গনাট্যসাহিত্যে নাট্য-সম্রাটের শেষ দান। যদিও গ্রন্থকার ইহার অভিনয় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; তথাপি, বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও নাট্য-সৌন্দর্য্যে "গৃহলক্ষ্মী" অতি অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অত্যুজ্জ্বল রত্নরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বলেন,—"Dramas were many but on the whole poor; the best of them was the "Griha-Lakshmi" of the late Babu Girish Chandra Ghose, whose recent death is a great loss to the Bengalee Stage." The Bengal Administration Report. 1912-13, Page 114. Para 587. মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক। উৎকৃষ্ট কাগজে ও নূতন অক্ষরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনব সংস্করণ। "বিল্বমঙ্গল" পাঠে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"বিল্বমঙ্গল, সেক্‌সপীয়ারের উপর গিয়াছে। আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।" সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিতেন, "গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যের নাটকাবলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" ফলতঃ সাগরের উপমা যেমন সাগর, বিল্বমঙ্গলের উপমা তেমনি বিল্বমঙ্গল। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রতিধ্বনি। গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ। সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। "হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ," "আঁধার," "ধুতূরা" প্রভৃতি কবিতার তুলনা নাই। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ৸৹ বার আনা।

তপোবল। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক-নাটক। সাধনার জয়! একনিষ্ঠার জয়! অধ্যবসায়ের জয়!!! লক্ষ নর-নারীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া থিয়েটারে মহা সমারোহে এই মহা নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রফুল্ল। সামাজিক নাটক,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট নূতন সংস্করণ। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বলিদান। বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান!—"বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্মিলে এবং সেই মেয়ে বিবাহযোগ্য হইলে, ঘরে ঘরে যে দৃশ্য দেখিতে পাও,—সুনিপুণ শিল্পি-বিরচিত মালিন্যশূন্য মুকুরে, নিজের সর্ব্বাবয়ব যেরূপ পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাও—"বলিদান" নাটকে সেই দৃশ্য, তোমার নয়ন-সমীপে জাজ্জ্বল্যমান প্রতিভাত হইবে। 'বলিদান'—বৈবাহিক দৃশ্যকাব্য,—বাঙ্গালী বর-ক'নের পিতামাতা, তথা বাঙ্গালী সমাজের অবিকৃত চিত্র। বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর ঘরের ছবি যে এতটা পরিস্ফুট হইবে, দর্শকের হৃদয় যে এতটা উদ্বেলিত হইবে,—'বলিদান' অভিনয় দেখিবার পূর্ব্বে, আমরা তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। 'বলিদান' একবার দেখিয়া দর্শকের আশা মিটিতেছে না;—আমরা শুনিয়াছি, অনেকে বহু বার অভিনয় দেখিয়াছেন।" বঙ্গবাসী।

"বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বর-পণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠিয়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * * * ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।" সাহিত্য-সংহিতা (৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) মূল্য ১৲ টাকা।

বাসর। আর্য্যরাজ-মহিমা কীর্ত্তিত ষড়রসাত্মক নাটক। "বাসর নাটকে গিরিশ বাবু রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ গ্রথিত করিয়াছেন, এখনকার দিনে তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। রাজা বিক্রমাদিত্য প্রজার হিতের জন্য, প্রজার মঙ্গলের জন্য—কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর মনে হয় কি পাপে আমরা সে দিন হারাইলাম। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে কতদূর প্রীত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের একজন বিলাত প্রত্যাগত সুপণ্ডিত বন্ধু এই নাটক পাঠ করিয়া বলিলেন, "It is a grand conception"; আমাদের সেই মত! এমন সুন্দর নাটকের যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বলিব—আমাদের দুর্ভাগ্য।" রায় জলধর সেন বাহাদুর (বসুমতী)। মূল্য ৷৹ আনা।

শাস্তি কি শান্তি?—বিধবা সম্বন্ধে শাস্ত্রের যেরূপ ব্যবস্থা তাহা যে শান্তিপ্রদ, শাস্তিপ্রদ নহে,—এই সামাজিক নাটকে গ্রন্থকার তাহা অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ও নাটকীয় সংঘর্ষণ কোনও নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। "নাট্য জগতের একছত্র সম্রাট" বলিয়া গিরিশবাবুকে অনেকে অভিহিত করিয়া থাকেন, এই নাটকের শেষ দৃশ্যে প্রসন্নকুমারের চিত্র দর্শনে পাঠক তাহার সার্থকতা বুঝিবেন। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

মেঘনাদ বধ। কবি-সম্রাট মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ-বধ মহাকাব্য, নাট্য সম্রাট-গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত। মেঘনাদবধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, শ্রীরামচন্দ্রের প্রেতপুরী দর্শন এবং প্রমীলার চিতারোহণ—কাব্য বর্ণিত সকল বিষয়ই সুকৌশলে এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুমধুর বহু গীত সংযোজনে এবং

নাট্যাচার্য্যের অদ্ভুত কৃতিত্বে ন্যাশন্যাল থিয়েটার হইতে আরম্ভ করিয়া মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটারে লক্ষ লক্ষ বার ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। "জয় রাজ-রাজেশ্বরী শিবে শুভঙ্করী"— "কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে"—"এস ঝন্ ঝনা সম অঙ্গনা শ্রেণী পড়ি গিয়ে অরি-মাঝে"—ইত্যাদি মেঘনাদ বধের গান বঙ্গবাসী মাত্রেরই জানা আছে। যাঁহারা মধুসূদনের কাব্য-মাধুর্য্য ও গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই নাটক অবশ্যই একখানি ক্রয় করুন। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

আয়না। সামাজিক প্রহসন। বেশ সুন্দর তকৃতকে ঝকৃঝকে আয়না! স্পষ্ট মুখ দেখা যায়, কিন্তু পারা এক দম্ নাই। হো-হো হাসি আছে, পাকা-পাকা বুলি আছে, কিন্তু শিক্ষা—হাড়ভাঙ্গা রকম শিক্ষা! মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

বেল্লিক বাজার। সমাজকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশবাবুর "বেল্লিক বাজার" প্রহসন প্রথম রচিত হয়। এই সং-রং-ঢং পূর্ণ অভিনয়ের সম্পূর্ণ নূতনত্ব পাইয়া সে সময়ে নাট্য-জগতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। "বেল্লিক বাজারে" গিরিশচন্দ্র যে একটী নূতন ধরণের পঞ্চ রং এর সৃষ্টি করেন, সেই অনুকরণে আধুনিক নক্সা সমূহ বঙ্গ-রঙ্গালয়ে রচিত হইতেছে। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

আবুহোসেন। "আবুহোসেন" গীতি-নাট্যের রাজা। এমন বাঙ্গালী নাই, যিনি আবুহোসেনের নাম শোনেন নাই। আবুহোসেনের অনুকরণে এ পর্য্যন্ত বঙ্গ-রঙ্গালয়ে গীতি-নাট্যের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা মাত্র।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা। সামাজিক প্রহসন।—কথার ফোয়ারা, রসের ফোয়ারা, বাসের ফোয়ারা, শ্লেষ-বিদ্রূপের ফোয়ারা,

আবার সেই সকল ফোয়ারার নীচে মাথা পাতিয়া থাকিতে পারিলে অনেকের শিরঃপীড়া প্রশমিত হইবে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

মনের মতন। মিলনান্ত নাটক। "মনের মতন" প্রাণ কাঁদায়—মন মাতায়—সাধ বাড়ায়! "মনের মতন"—হাসায়—নাচায়—মজায়! "মনের মতন" বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন সামগ্রী।" কল্পতরু প্রণেতা হাস্যরস রসিক স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য ৸০ বার আনা।

মণিহরণ। প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। ভক্তের কণ্ঠহার! রঙ্গ-রহস্যের আধার!! ভাবুকের ভাব-ভাণ্ডার!!! মূল্য ।০ চারি আনা।

শঙ্করাচার্য্য। অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের লীলাবলম্বনে এই দেবনাটক বিরচিত। শঙ্করাচার্য্যের কঠোর ঘটনাবলী মহাকবি তাঁহার কোমল তুলিস্পর্শে অমৃতময় করিয়া নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার যশোগানে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ মুখরিত। পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন—প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ সূর্য্য দেখায় না। মূল্য ১৲ এক টাকা।

ঝকমারী। সামাজিক প্রহসন। মামলা-মকদ্দমায় বাঙ্গালীর সংসার কিরূপ দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে, রঙ্গ-রহস্যের আবরণে সেই শোচনীয় দৃশ্য অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রহসন পাঠে উচ্চ হাস্যের সহিত চিন্তাশীল পাঠকের অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। শিক্ষার সহিত প্রবল হাস্যরসের মণিকাঞ্চন-সংযোগ হওয়ায়, যাত্রার দলেও এই প্রহসন, প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতেছে। মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চরিত্র

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু,
কীচক, বিরাট-রাজ, উত্তর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,
অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি,
সুশর্ম্মা, কীচকের ভ্রাতাগণ, জনৈক
ব্রাহ্মণ, গোপদ্বয়, দূত, রক্ষক,
ও সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ

দ্রৌপদী, সুদেষ্ণা, উত্তরা, কিরণ-কিঙ্করীগণ,
নারীগণ, হাড়িনী ও পরিচারিকা।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

বিরাটরাজ, সভাসদ্‌গণ ও রক্ষিগণ।

বিরাট। দেখ কিবা সুন্দর মূরতি!
দিবাকর-জ্যোতি,
মন্দগতি গজপতি জিনি,
রাজচক্রবর্ত্তী সম
কে আসে এ পুরুষ-প্রধান?
পরিচ্ছদ ব্রাহ্মণ সমান,
ক্ষত্রিয়-লক্ষণে পূর্ণ হেরি বরবপু;
আহা! শান্ত মূর্ত্তি—
ললাটে ধর্ম্মের বাস।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। আশীর্ব্বাদ করি তোমা মৎস্যের ঈশ্বর।

বিরাট। বিপ্রবর, প্রণাম চরণে।
পুরুষ-উত্তম!

কিবা কার্য্যে মম রাজ্যে হইলে অধিষ্ঠান,
মতিমান্, আদেশ দাসেরে ?

যুধি। র'ব নৃপ, তবাশ্রয়ে করেছি বাসনা ;
পালিত পাণ্ডবরাজ্যে, পাণ্ডব-সভায়—
আছিলাম যুধিষ্ঠির সখা,—
এক আত্মা প্রণয়-বন্ধনে ;
দ্যূতে মম নৈপুণ্য বিশেষ ;
শত্রুর ছলনে,
বনাশ্রমে গেল মহীপাল ;
হে ভূপাল,
তদবধি নিরাশ্রয় আমি।
শুনিলাম লোকমুখে মহিমা তোমার,
'ধার্ম্মিকপ্রবর' খ্যাত ;
তোমা সনে শাস্ত্র-আলাপনে
বঞ্চিব, এ বাঞ্ছা চিতে ;
'কঙ্ক' নাম দিল যুধিষ্ঠির।

বিরাট। বিজ্ঞ তুমি বিপ্রবর,
বুঝিলাম কথার আভাষে ;
তব সহবাসে
ধর্ম্মোন্নতি হইবে আমার।
কৃপা করি আসিয়াছ মোর পুরে,
মম সহ রহ দেব, রাজ-সেবা ল'য়ে।

যুধি। সেবায় নাহিক অধিকার—
ব্রহ্মচারী আমি।
হবিষ্য—ভক্ষণ, আসন—ধরণীতল।

বিরাট। পুণ্যবলে পাইলাম পণ্ডিত সুজনে।
কেবা যুবা,—প্রফুল্ল পর্ব্বতকায়,
শাল-তরু নিন্দি ভুজদ্বয়,
কোন্ দেবের তনয়
হইল উদয় শাসিতে ধরণীতল!
বালার্ক-কিরণ, উজ্জ্বল বরণ,
গজ-গতি—কম্পে ক্ষিতি পদভরে;
বেশ বিপ্রসম,
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ হেরি কিন্তু সমুদয়!

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জয় জয় বিরাটভূপতি!
জাতিতে ব্রাহ্মণ,
'বল্লভ' আমার নাম।
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সূপকার,
মম প্রতি বড় প্রীতি আছিল রাজার।
দক্ষ আমি রন্ধন-কার্য্যেতে,
মল্লযুদ্ধে জিনি মল্লগণে
তুষিতাম নৃপে সদা;
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার
পরাজিত শত শত মম বাহুবলে;—
কুতূহলে ছিলাম পাণ্ডববাসে;
বনবাসে গমন রাজার
মো সবার ভাগ্য দোষে;—
বৃত্তি-আশে এসেছি সভায়।

বিরাট। হে ব্রাহ্মণ,
রন্ধনশালার ভার অর্পিব তোমায়।
তোমা হ'তে সকলি সম্ভব ;
সিংহ ব্যাঘ্র কিবা ছার গণি,
বজ্রপাণি না আঁটে তোমারে,
আজি হ'তে রন্ধন-আগার তব ভার,
সূপকার-শ্রেষ্ঠ তুমি মম।
(জনৈক রক্ষীর প্রতি)
ল'য়ে যাও পাচক-শালায়।

[রক্ষীর সহিত ভীমের প্রস্থান।

দেখ—দেখ, কে যুবতী মত্ত করী-গতি,
শ্যামকান্তি ভুবনমোহন,—
নারীর লক্ষণ নাহি হেরি অবয়বে,—
যেন বহ্নি ভস্ম-মাঝে !
বৃন্দাবনে শ্যাম বিদেশিনী,
মানিনী রাধার দায় !
জ্ঞান হয়, দেবের কুমার ;
বীর ধীর প্রকাশে বদন চারু,
উচ্চ আশ বিকাশ প্রশস্ত ভালে,
আসে সভাতলে,
নাহি জানি, কিবা অভিলাষে !

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হীনমতি নপুংসক জাতি,
নাম 'বৃহন্নলা' ;
গীত-নাট্যে বঞ্চি কাল,

যুধিষ্ঠির-অন্নে দেহ ;
ঘটিল জঞ্জাল, বনে মহীপাল
শক্রছলে করিল গমন ;
আছিলাম দ্রৌপদীর নটী,—
পতি সনে গেলা বনে সতী,
বসতি ঘুচিল মোর ;
মিনতি ধরণী-পতি, র'ব তবাশ্রয়ে।

বিরাট। ক্লীব ব'লি নাহি হয় অনুমান,
বীর্য্যবান্ দেবের সন্তান হেরি।
নৃত্যগীত কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
না সাজে তোমার ;
লয় মনে, ঘোর রণে ধনুক-টঙ্কারে,
রথের ঘর্ঘরে একতান প্রাণ তব ;
নৃত্য-গীত-সুনিপুণ তুমি—
অসম্ভব নাহি মানি ;
আছে কুমারী আমার,
রহ পুরে শিখাতে সংগীত তারে।
ল'য়ে যাও অন্তঃপুরে।

[রক্ষীর সহিত অর্জ্জুনের প্রস্থান

হের যুবা—
রতি-হারা রতিপতি ধরাতলে যেন !
কশা-করে,—বিবশা রমণী, হেরি যারে !
বেশধারী সম লয় মনে !
বুঝিব এক্ষণে কিবা প্রয়োজনে,
আসিছে সুন্দর ঠাম।

(নকুলের প্রবেশ)

নকু। অশ্ববিদ্যা-বিশারদ শুন মহীপাল,
'গ্রন্থিক' নামেতে খ্যাত পাণ্ডব-আশ্রয়ে ;
অশ্বশালা অশ্বপূর্ণ তব,
অশ্বের রক্ষণভার যাচি নরপতি।

বিরাট। শক্তি তব সসাগরা পৃথিবী শাসিতে,
আজি হ'তে অশ্বশালা তব অধিকারে।
যাও ল'য়ে, দেখাও তুরঙ্গাগার।

[রক্ষীর সহিত নকুলের প্রস্থান।

গোপ সম অনুমান করি পরিচ্ছদে,
ছদ্মবেশী কিন্তু মনে লয় ;
ক্ষত্রিয় লক্ষণপূর্ণ দেহ—
যেন কোথা দেখেছি উহারে!
নরে হেন রূপ ধরে,
কভু নাহি ছিল জ্ঞান ;
এও কি আছিল রাজা যুধিষ্ঠির-বাসে ?

(সহদেবের প্রবেশ)

সহ। যুধিষ্ঠির নৃপতির গোপতন্ত্রীপাল।
দুগ্ধবতী হয় গাভী পরশে আমার ;
কপালে অঙ্গার, রাজা গেল বনবাসে,—
সে অবধি বৃত্তি নাহি পাই,
যোগ্য রাজা খুঁজিয়ে বেড়াই ;
আছে অগণন গোধন তোমার,
দেহ ভার রক্ষিতে সকল।

গুরুর কৃপায়,
জ্যোতিষ গণনে বিচক্ষণ আমি অতি ;
রাজকার্য্য প্রার্থনা আমার।

বিরাট। আজি হ'তে গোধন-রক্ষণ তব ভার,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হেরি হয় জ্ঞান ;
যাও ল'য়ে দেখাও গো-গৃহ।

[রক্ষীর সহিত সহদেবের প্রস্থান।

কহ কঙ্ক মতিমান্,
পাণ্ডবভবনে ছিলে কি হে পঞ্চজনে ?

যুধি। মহারাজ,
শাস্ত্রালাপে রহিতাম রাজার নিকটে,
যুধিষ্ঠির-পালিত আছিল বহুজন,
নাহি জানি সবাকারে।

বিরাট। হ'ল আসি বিশ্রাম সময়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

সুদেষ্ণা ও উত্তরা।

উত্তরা। মা গো,
কৃষ্ণলীলা শিখাইল শিক্ষক নূতন।
কি কব গো, কি মধুর স্বর,
সঙ্গীতলহর ধায় যেন হরি-পদে !

সুধা-প্রস্রবণ
উথলে মা, হরি-লীলা-গানে!
মৃদু গম্ভীর নিক্বণে,—
বাদ্য তাহে সহকারী,—
মা গো, কহিতে না পারি
কত গুণ ধরে মম আচার্য্য নূতন;
এখনি গাহিবে পুনঃ, শুন মা, দাঁড়ায়ে।

(নেপথ্যে গীত)

কানেড়া—আড়াঠেকা

নবঘন মথনমান রাধাগুণগান,
বনহার ভূষণ মুরলী করে।
অলকা শোভিত অঙ্গে, সদা মত্ত রাসরঙ্গে,
মোহন ত্রিভুবন গোপী-মন হরে॥
বসন হরণ, গোধন চারণ, গিরিধারে,
আধ বাঁকা শিখিপাখা শিখরোপরে;
কালিয়দর্পহারী, বিভু বঙ্কিম বনবিহারী।
চরণে নতজনে শমন ডরে॥

সুদেষ্ণা। কি মধুর গান—
যেন ব্রজধামে বাঁশরী বাজায় কানু!

উত্তরা। দেখ মা জননি, মরাল-গামিনী
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে!
মলিন বসন, মলিন বদন,
বিনোদ-বিধুরা, শৈবাল-অঙ্গিনী

কমলিনী যেন জলে !
রক্তোৎপল কর, চরণ অধর,
এলোকেশী নিরুপমা বামা !
কেশরাশি চুম্বিছে চরণ রাঙ্গা—
যেন কাদম্বিনী দামিনী চুমিছে !
কি আশে আসিছে,
পূরাও মা বাসনা ইহার।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। পুনঃ কি মদন-হারা—
পতিশোকে ত্রিদিব ত্যজিয়া,
ভ্রম বামা ধরামাঝে !
কিম্বা কোন অসুরে নাশিতে,
তিলোত্তমা পুনঃ কি সৃজিল ধাতা !
কল্পনা-গঠিতা, কেন বিমলিনী ?
প্রফুল্ল লতিকা তমালে ত্যজিয়ে
ধূলি ধূসরিত যেন !
পঞ্চশর খরতর
নয়নে তোমার হেরি,
মায়ানারি, দেহ মোরে পরিচয় ?

দ্রৌপদী। সুহাসিনি,
বীণা জিনি বচন তোমার।
দুখিনী নাহিক মম সম,—
হীনজাতি—'সৈরিন্ধ্রী' আমার নাম ;
আছিলাম দ্রৌপদীর সহচরী,

মম প্রতি প্রীতি আছিল তাঁহার বহু ;—
পতি সনে বনে গেল সতী,
সে অবধি আশ্রয়-বিহীনা।
রব তব পুরে, সেবিব তোমারে,
আসিয়াছি করি আশা ;
অনাথায় স্থান দেহ রাণি !

সুদেষ্ণা। রাণী আমি, তুমি সহচরী—
কভু না সম্ভবে বালা !
মাধুরী নিরখি,
নারী হ'য়ে ফিরাতে নারি গো আঁখি !
কেমনে রাখি গো পুরে ?
হেরিলে তোমারে মদনে মাতিবে রাজা,
সাধে কেন বিষাদ কিনিব !

দ্রৌপদী। মম রীতি নাহি জান, রাজরাণি !
গন্ধর্ব্ব-রমণী, আছে পঞ্চ স্বামী,—
শাপে মনস্তাপে ফিরে সবে।
কুলটা-আচার কদাচন নাহি মোর ;
ধর্ম্মরাজ-গৃহে আছিলাম পুরবাসী।
পুরুষের নিকটে না যাব,
উচ্ছিষ্ট না ছোঁব,
না স্পর্শিব চরণ কখন,
অন্য প্রয়োজন যেবা হয়—
তখনি সাধিব ;
রব তব পাশে, আসিয়াছি আশে,
নিরাশ না কর মোরে।

উত্তরা। মাতা,
ফুল্ল-কুঞ্জবনে কোকিলা আনন্দে বসে,
বায়সের পুরীষ-পূরিত স্থান।
হের বিদ্যমান—
নবকুঞ্জ জিনি শ্যামকায়,
কদাকার মন-পাখী না বাসে কখন'।

সুদেষ্ণা। ভাগ্য মানি—
তোমা হেন পাইনু সঙ্গিনী,
চল, দিব সুন্দর বসন-ভূষা।

দ্রৌপদী। দেবি, রাখ এই মিনতি আমার,
ক'রেছি মনন—
যতদিন স্বামিগণে ভ্রমে মনস্তাপে—
রব এক-বাসে,
না বাঁধিব কেশপাশ,
ভূমিতলে রব দেহ ঢালি।

সুদেষ্ণা। সাধ্বী তুমি বুঝিনু বিশেষ।

উত্তরা। কি নাম তোমার?
সৈরিন্ধ্রী?
কৃষ্ণ-লীলা শুনিতে কি আছে সাধ?
এস মম শিক্ষকে দেখাব।

[দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান।

সুদেষ্ণা। সত্য যাহা সৈরিন্ধ্রী কহিল,—
পাঞ্চালীর যোগ্যা সহচরী।
এ-ও শুনি দ্রৌপদীর শিক্ষক আছিল।

(নেপথ্যে গীত)

বাগেশ্রী—ধামার

শ্যাম বঙ্কিম বিপিন-বিহারী,
মুরলীধারী।
বারিদ-গঞ্জন, ব্রজবালা-রঞ্জন,
ভুবন মোহন-কারী॥
নবরঙ্গিণী গোপিনী দুকুল-চোরা,
রাস-রসে বিভোরা রে—
বন-ফুল-মালী মুরারি॥

সুদেষ্ণা। আহা, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! [প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দ্রৌপদী ও উত্তরা

দ্রৌপদী। ইন্দ্রপ্রস্থে শুনেছি এ গান,
বৃহন্নলা শিখাইত পাঞ্চালীরে।

উত্তরা। শিখেছ কি ?
পার মোরে শিখাইতে ?
তিনবার শুনিলাম গীত—
সঙ্গীতে মোহিত,
না শিখিনু কণা তার!
হৃদি নাচে সে মধুর তানে

শুনি মুগ্ধ-প্রায়,
প্রাণ নাহি ধায় তান-লয় দেখিবারে ;
লজ্জা পাব না শিখিলে গান,
জান যদি শিখাও আমায়।

দ্রৌপদী। চিরদিন পরউপাসনা,
কেমনে বলনা সঙ্গীত শিখিব আমি ?
কণ্ঠস্বর আনন্দ-লহর তব—
সঙ্গীত বিরাজে যেন !
অচিরে শিখিবে তান, বালা !

উত্তরা। মতি স্থির নহে ক্ষণ মম,
চারিদিকে ধায় মন ।

দ্রৌপদী। হে নৃপনন্দিনি,
তব সুধাময় বাণী
স্বভাব-দীক্ষিতা বিহঙ্গিনী সম সুমধুর।
এ মাধুরী শুনি, শিক্ষা ছার মানি—
অভিমান পাঞ্চালী করিত কত
বৃহন্নলা 'পরে।

উত্তরা। হে সৈরিন্ধ্রি,
পাঞ্চালীর সনে কেমনে তুলনা কর,—
সখী যার অতুলনা মহীতলে !

দ্রৌপদী। আমোদিনি,
তব সুধাবাণী মরুভূমে বারি-সম।

উত্তরা। বুঝিতে না পারি,
কেবা মায়াধারী তোমা দোঁহে,
শোক—নপুংসক বৃহন্নলা

নহে ক্ষম গুণবতি,
যোগ্যা নারী তুমি তার।
সঙ্গীতের আছে কি আকার!
ভাবি বার বার, বৃহন্নলা গায় যবে,
উঠে যবে সে স্বর-লহরী,
হেরি যেন দেব-নারী উজ্জ্বল বিভায়
নৃত্য করে মধুরে মাতিয়া,—
পলে পলে বদন-মাধুরী
নব-বিকসিত যেন!
দুলে দুলে মন্দাকিনী-পূতবারি যথা,—
কভু চলে সে স্বর-প্রবাহ,
বিদ্যাধরী কেলি করে তায়;
কভু উচ্চ তান—ভানু দীপ্যমান,
কিরণ ঠিকরে কত!
হেরি শক্তিধর শিখী'পরে খেলে যেন!
কভু মেঘদলে সৌদামিনি খেলে,
বিষাদিনী এলাইত বেণী, তোমা সম
উন্মাদিনী, কাঁদে যেন শূন্যে বসি!
সে রোদন-ধ্বনি
শত ধারে বহে গো হৃদয়ে;
ভুলিব না কভু,
দেখি যেন বিদ্যমান,
বাজে কানে সে বিষাদ-ধ্বনি!

দ্রৌপদী। প্রাণ মন বাসনা তোমার বালা,
সঙ্গীতে হ'য়েছে লয়;

উচ্চ ধ্যানে কল্পনা-নয়নে
হের বালা,
এ সুন্দর স্বর-বিনির্ম্মিত-ছবি।

উত্তরা। দুহিতা কি আছে গো তোমার?

দ্রৌপদী। বঞ্চিতা সে ধনে আমি।

উত্তরা। নপুংসক বৃহন্নলা, নাহি কন্যা তার,
থাকিলে দুহিতা—
সাজাইয়ে তারে রাজসুতা,
সহচরী হইতাম তার।
আহা! কি পাপে গো হয় নপুংসক?
কোন' জন্মে বৃহন্নলা করিয়াছে পাপ
হেন মনে কভু নাহি লয়।
দেহ তার আনন্দ আগার,
নিত্যানন্দ হৃদি-মাঝে;
কি পাপে না জানি
মনস্তাপ ঘটিল তাহার!

দ্রৌপদী। নিজ পত্নী অপমান দাঁড়ায়ে যে দেখে,
ত্যজি অন্য জনে,
যাহার চরণে রমণী শরণ লয়,—
তারে পরিহরি অন্য নারী যার সাধ,
নপুংসক সেই জন;
তীর্থ-পর্য্যটনে,
রমণী-দর্শনে পাসরে আপন জায়া,
ব্যভিচারী—তার হেন দশা;
অলস যে জন,

নিজ নারী না করে পোষণ,
পরবাসে কাঁদি বঞ্চে বামা,
ক্লীবত্ব তাহার ফল ;—
শুনেছি এ কথা পাঞ্চালীর মুখে আমি।

উত্তরা। কভু না মানিব ;
বৃহন্নলা নপুংসক নহে হেন পাপে।

দ্রৌপদী। বৃহন্নলা শুনেছে এ কথা,
চল কহি সম্মুখে তাহার।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উপবন

(পুষ্পচয়নরতা দ্রৌপদী ; কীচকের প্রবেশ)

কীচক। মলিন-বসনে
কে রমণি, ভ্রম উপবনে—
চন্দ্রাননে! চাহ ফিরে, কহ কথা,
ত্যজি নন্দন কানন,
ধরামাঝে ভ্রম কি কারণ ?
প্রফুল্ল বদন, প্রফুল্ল কমল-কায়,
ঢল ঢল লাবণ্য-সলিল,
হৃদি-হ্রদে বিকসিত যুগ্ম শতদল !
যৌবন উজান বহে—
প্রাণ দহে মদনের শরে !
বিম্বাধরে ক্ষরে সুধা,
প্রাণ রাখ, সুধাদানে বিনোদিনি !
রাজ-সেনাপতি, রাজার শ্যালক,
'কীচক' আমার নাম।

দ্রৌপদী। মহাশয়, আছি তব ভগ্নীর আশ্রয়—
আশ্রিতা—দুহিতা সম ;
আসিয়াছি কুসুম-চয়নে—রাজমহিষীর হেতু।

কীচক। নাহি জান মোরে চন্দ্রাননে !
মম ভুজবলে প্রবল বিরাট রাজা।
সিংহাসনে তোমারে বসাব,
চরণ সেবিব, শঙ্কা ত্যজ সুবদনি !
অতুল বৈভবে সুখে রবে কৃশোদরি !
বিধি নাহি সৃজিয়াছে তোরে
করিতে পরের সেবা ;
হৃদয়ের রাণি, এস হৃদে হৃদি-বিলাসিনি !

দ্রৌপদী। হায় বিধি, এত লিখেছিলে ভালে !
কেশরী-কামিনী—
কুলাঙ্গার কহে হেন বাণী !

[দ্রৌপদীর প্রস্থান

কীচক। কোথা যাও, ধরি পায়—বাঁচাও আমায়।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। কহ ভ্রাতা, কি হেতু এ ভাব তব ?

কীচক। শুন ভগ্নি, প্রাণ যায়—
লাজে কিবা করে মোর।
কেবা কুহকিনী লুকায়ে রেখেছ ঘরে ?
কুসুমের তরে এসেছিল উপবনে,
কামশরে হৃদয় বিদরে,
প্রাণ দিব তারে না পাইলে ;—
কোন ছলে পাঠাইয়ে দেহ তারে।

সুদেষ্ণা। এ কি ভ্রাতা, আচার তোমার !
পতিব্রতা—কুলটা সে নয় ;—

আছে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর,
সৈরিন্ধ্রী সুশীলা অতি,
অন্য পুরুষেরে কভু নাহি হেরে বালা।
দশ মাস আছে মোর ঘরে,
অনাচার কখন’ দেখিনি।

কীচক। কি বুঝিবে কুলটার আচরণ ?
ছলে চ’লে রোষ ভরে যেন,
চ’লে গেল নিতম্ব দুলায়ে।
জানে দুষ্টা—পীড়িয়াছে মোরে মদনের শরে।
বাড়াতে সোহাগ, ছলে করে রাগ,
বুঝিয়াছি আচরণে ;
যা চায় তা দিব, প্রাণ বিকাইব,
কহ তারে চিরদিন বাঁধা রব।
নাহি ভাব ভগিনী আমার,
জানি ভাল দুষ্টার আচার,—
মন প্রাণ যার পানে ধায়,
তারে কভু ফিরিয়ে না চায়,
কথা শুনে ক্রোধে যায় চলি—
উন্মাদ করিতে তারে !
প্রাণ যায়—কহিনু তোমায়,
না দিলে তাহারে হইবে সোদরঘাতী।

সুদেষ্ণা। ত্যজ ভ্রাতা, কুৎসিত লালসা তব ;
আশ্রিত যে জন—
কুৎসিত বচন কেমনে তাহারে কব?
হেন রীতি তোমারে না সাজে,

সমাজে ঘৃণিত হবে ;
বিশেষতঃ—শুনেছি কাহিনী—
আছে পঞ্চস্বামী তার,
যে তাহারে কুনয়নে হেরে,
তখনি তাহার নাশ।
পরদারে পরমায়ু ক্ষয়,
বংশহ্রাস, শাস্ত্রে হেন কয় ;
হীন-সহবাসে কি হেতু প্রয়াস তব ?

কীচক। পঞ্চ স্বামী !
বেশ্যা-মধ্যে গণি তারে।
কি করে গন্ধর্ব্ব শত মোর ?
কুস্থান হইতে কাঞ্চন লইতে বিধি ;
নারী-রত্ন ! হীন কিবা ?
শুন ভগ্নি, যদি চাহ ভ্রাতার কল্যাণ,
দেহ তারে,—
নহে দেহ ত্যজিব নিশ্চয়
কালকূট পানে কহি।

সুদেষ্ণা। শুন ভ্রাতা, বচন আমার—

কীচক। জরজর উন্মত্ত অন্তর !
লজ্জা ত্যজি কহি বারবার,
বিলম্বিলে সহোদরে না পাইবে আর ;
কর ভগ্নি, যেবা লয় মনে তব।

সুদেষ্ণা। যাও গৃহে, উপায় করিব।

কীচক। সত্য কহি—
প্রাণ দিব মিথ্যা যদি কহ।

সুদেষ্ণা। যাও গৃহে, মিথ্যা নহে বাণী।

[কীচকের প্রস্থান।

অনাথিনী সৈরিন্ধ্রীরে দিয়েছি আশ্রয়—
কিন্তু ভ্রাতৃ-বধ হয়,
উপায় করিব কিবা?
পঞ্চস্বামী! এ কোন্ বিধান?
সত্য কি গন্ধর্ব্ব স্বামী?
—ভাণ মাত্র,
হীন কার্য্য না করিবে গন্ধর্ব্ব-বনিতা—
পরবাসে পরান্ন-পালিতা—
কে সতী, অসতী—পুরুষে কটাক্ষে চেনে।
সেনাপতি বিরলে পাইল,—কটাক্ষ হানিল,
নহে কেন কীচক মাতিবে?
রমণী না ইঙ্গিত করিলে,
সাহসে কি পুরুষে বদন তোলে?
পাঁচ পতি,—ছয়ে কিবা ভয়!

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। হে রাজমহিষি,
ধরি দেবি, চরণে তোমার—
কিঙ্করী—দুহিতা সম,
দাসী আমি—মাতা-জ্ঞান করি তোমা,
কুকথা কহিল ভ্রাতা তব।

সুদেষ্ণা। শুন লো সৈরিন্ধ্রি,
পশ্চাৎ শুনিব কথা,

পিপাসায় মরম-পীড়িতা,
আন সুধা ভ্রাতৃ-গৃহ হ'তে।

দ্রৌপদী। ক্ষমা কর রাজরাণি,
হেন বাণী না কহ আমারে।

সুদেষ্ণা। পরভোজী পরান্ন-পালিতা—
এত অহঙ্কার তোর ?
'হেথা নাহি যাব' হেন কথা নাহি বল,
কিঙ্করী—রহিবি আজ্ঞাকারী,
কার্য্যাকার্য্য বিচার কি তোর ?
পঞ্চস্বামী, পুরুষে না হেরে কভু !

দ্রৌপদী। শুন রাণি, করি যোড়পাণি,
দুরক্ষর বাণী কহিল তোমার ভ্রাতা।
কহি হিত কথা,—গন্ধর্ব্ব-বনিতা,—
ভ্রাতার অনিষ্ট হবে,
সবংশে মজিবে গন্ধর্ব্বে করিলে রোষ।
ক্ষম দোষ, অসন্তোষ না হও, মহিষি,
নিবার গো সহোদরে,
নহে, গন্ধর্ব্ব কুপিলে অনিষ্ট হইবে বড়।

সুদেষ্ণা। যদ্যপি গন্ধর্ব্ব স্বামী তোর—
এ পুরে নাহিক আর স্থান ;
চাহ যদি আশ্রয় আমার,
যাও ত্বরা সুধা-পাত্র ল'য়ে—
তৃষ্ণায় কাতরা আমি ;
নহে গতি চিন্ত আপনার—
কিঙ্করী—ঈশ্বরী নহ তুমি ! [সুদেষ্ণার প্রস্থান।

দ্রৌপদী। হে লোক-পুলক,
দিবাকর আলোক-আকর,
নিত্যজ্যোতি অনন্ত নয়ন!
হে জবাসঙ্কাশ রবি,
রুচিরাগ্নি, স্ফুলিঙ্গ রুচির বহ্নি,
পবিত্র মিহির,
পতিতপাবন পূর্ণকায়!
কৃপায় নেহার অবলায়;
ধর্ম্ম আত্মা, ধর্ম্মের জনক!
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু যাচে বালা—
বিহ্বলা আশ্রয়হীনা,
দীনে দিননাথ, শ্রীচরণে দেহ স্থান;
ভগবান্!
ঘটিবে যা আছে তব মনে।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সরোবর

শূন্যে কিরণ-কিঙ্করিগণ।

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ একতালা।

কিরণ-অঙ্গিনী, কিরণ-সঙ্গিনী,
খেলি কিরণ মিলায়ে কিরণ-কায়।
মধু-মারুত ধায়—
মধু-কিরণে মিশায়ে যায়॥
কিরণ-বাসী, কিরণ-হাসি,
কিরণরাশি কেশে খেলে,
কিরণ-মালা গলে,—
কমলে কিরণে নাচি লো আয়॥
কমল-কামিনী, না পশে ফণিনী,
দিনমণি-মানা তায়।
রবির কিঙ্করী, রাখি সতী-নারী,
কিরণ-আকরে যে জন চায়,—
স্থল-কমলিনী দেখ লো যায়॥

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। চ'লে যাই যথা দু'নয়ন,
পাপিষ্ঠ কহিবে কুবচন;

কিন্তু নাহি মম স্বামী অনুমতি,
যুবতী—যাইব কোথা ?

কি-কি।— (গীত)

পিলু—জলদ একতালা।

ধর্ম্মে হেলা কভু ক'র না বালা,
রাখ' ধর্ম্মে মতি, সতি, ঘুচিবে জ্বালা ;
দুখ ধর্ম্ম জানে, দুখ ধর্ম্ম শুনে,
করি মানা লো, ক'র না ধর্ম্মে হেলা—
খেলা-নারী-আঁখি, নাহি দেখিতে পায় ॥

দ্রৌপদী। হায় ! পতিগণে ভুবনবিজয়ী,
ছি ! ছি ! এ কি—
পাঞ্চাল-নন্দিনী, পাণ্ডব-গৃহিণী—
সৈরিন্ধ্রী, সুদেষ্ণা-দাসী !
দুঃশাসন ধরিল কুন্তলে,
দুর্য্যোধন উরু দেখাইল বলে,
সূতপুত্র কীচক কুভাষে মোরে,
পরের কিঙ্করী, পুনঃ প্রাণ ধরি,
যাব সেই পাপীষ্ঠের গৃহে !
নিদয় বিধাতা !
ধর্ম্মরাজ বিরাটের সভাসদ্ !—
যার পদ ত্রিলোক সেবিল
হায়, রাজা—রাজ্যেশ্বর,
পরান্নে পালিত আজি !
সূপকার বীর বৃকোদর !

সুরাসুর ডরে যার ভুজদ্বয়,
পরবৃত্তি তাহার আশ্রয় !
যার রথের ঘর্ঘরে তিনপুর ডরে,
সাগর বধির—গাণ্ডীব-নির্ঘোষে যার—
নারী-বেশে খেলে কন্যা লয়ে !
নকুলের বাণে সুমেরু না ধরে টান—
কশা করে ফিরে অশ্ব-পাশে !
দিগ্বিজয়ে লক্ষ রাজা জয়ী—
গোপাল গো-যষ্টি করে !
রহ প্রাণ, না মরিব বেণী না বাঁধিয়ে !

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা।

চল চললো—চলিল অভিমানী,
বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী ;
কিরণ-আকর সকলি নেহারে,
প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু হরে,
সতী-পীড়নে যে জন ধায় ॥

[কিরণ-কিঙ্করিগণের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

কীচক

কীচক। এখন' সুদেষ্ণা নাহি প্রেরিল তাহারে!
আহা, কিবা বিম্বাধর—অলসে বিভোর,
সুধাপানে মুগ্ধ হ'য়ে নয়নে চাহিয়ে,
এলোকেশ বেড়িয়ে বাঁধিব বাহু!
ওই মৃদু পদ-সঞ্চালন!
ছার ভৃত্যগণ,—
সুদেষ্ণার মুখে ছাই;
কা'র কণ্ঠস্বর?
ছি! ছি! কর্কশ বায়স-ধ্বনি;
কালি সব করিব নিধন।
নয়নে অনল—সুধা—
জ্বলে, পরাণ জুড়ায়।
নিবিড় নিতম্ব ঢাকা, কেশ আচ্ছাদনে—
যমুনা উজান—বিনা বায়ে দোলে যেন!
হৃদিহ্রদে যুগল কমল—
তরঙ্গিত লাবণ্য-হিল্লোলে!

কি-কি। (নেপথ্যে গীত)
চল চল লো, চলিল অভিমানী,
বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী,
(—ইত্যাদি।)

কীচক। ঝিম্ ঝিম্ শব্দ চারিদিকে।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। সুধা হেতু আসিয়াছি, মহাশয়!

কীচক। সুধাময়ি, আগে সুধা দেহ মোরে!

দ্রৌপদী। দুরাচার, সংহারের করেছ উপায়।

কীচক। গৃহ মম, নহে উপবন,
কোথা পলাইবে কিঙ্করে ঠেলিয়ে পায়?
প্রাণ যায়,
নরহত্যা-দায় পড়িবি লো কৃশোদরি!

দ্রৌপদী। রে পামর!
অনলে না কর করার্পণ,
শমনে না দেহ কোল।

কীচক। কি বল—কি বল,
পায়ে ধরি—রাখ প্রাণ।

দ্রৌপদী। দুরাচার, অচিরে পাইবি প্রতিফল।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কীচক। কি—
সামান্যা বনিতা, অবহেলা কর মোরে!
অভিলাষ—রাজারে ভজিবে?
পদাঘাতে বধিব জীবন।

[দ্রৌপদীর পশ্চাৎ-ধাবন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

উপবনস্থিত পথ

শূন্যে কিরণ-কিঙ্করিগণ

কি-কি। (গীত)

পিলু-জলদ একতালা।

কিরণ-কিঙ্করী সাজ ত্বরাত্বরি,
বন-নলিনী দলনে বারণ ধায়।
পশি শিরে' শিরে', চল উঠি ধীরে,
মাথে শতদল, উঠে নাচি চল,—
কিরণ-কিঙ্করী খর জ্যোতি,
নিভে যাবে ক্ষীণ জ্ঞান-বাতী,
যেন আতঙ্কে মাতঙ্গ পড়ে ধূলায়।

(দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ)

দ্রৌপদী। রক্ষা কর—রক্ষা কর,
মরি বুঝি বর্ব্বরের হাতে।

কীচক। বার-বিলাসিনি,
কোথা পাবি পরিত্রাণ কীচকের হাতে ;
সামান্যা বনিতা কর ভূপতির সাধ ?

দ্রৌপদী। অনাথিনী—রক্ষা কর কেহ,
বধিবে পাষণ্ড মোরে।

[দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাৎ কীচকের প্রস্থান।

কি-কি। (গীত)

পিলু—জলদ একতালা।

স্মর দিননাথে, আছি সাথে সাথে,
করী পাড়িব—কদলী যেমতি বায়।
করী তেজে চলে,
তেজ বলে ;
তেজ হরিব—রাখিব বালা, তোমায় ;
দিনকর হের কৃপায় চায় ;
শুন বায়সে কা-কা রবে,
পাপী পড়িবে, পুলকে গায় সবে,
রবি-করে নাবে রবি-সুত—
মদে অভিভূত,
সতী ছুঁতে মানা, মাতঙ্গ মানে না—
নর-নয়ন-অতীত, শমন ব্যথিত,
আসে বদন মেলিয়ে গ্রাসিতে তায়।
কিরণ-কিঙ্করী চল ত্বরাত্বরি,
অনাথিনী চলে রাজসভায়॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

বিরাট, যুধিষ্ঠির ও সভাসদ্‌গণ।

(দ্রৌপদী ও তৎ-পশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ)

দ্রৌপদী। রক্ষা কর মহারাজ!
অবলারে দেহ প্রাণদান।

কীচক। আরে বারনারি,
দেখি হেথা কে রাখে তোমায়?

(দ্রৌপদীকে পদাঘাতপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হওন)

ভীম। ওহো!

বিরাট। দেখ দেখ, সেনাপতি—
অকস্মাৎ কেন হেন দশা!

দ্রৌপদী। কেশে ধ'রে প্রহারিল পায়—
হে ভূপতি,
সভামাঝে করিল দুর্গতি—

বিরাট। স্থির তুমি হও গো সম্প্রতি।

কীচক। শিরায় শিরায় পিপীলিকা-সারি ধায়—
ওহো, কুরে খায় মস্তিষ্ক আমার!

বিরাট। উঠ উঠ সেনাপতি,
ভুঞ্জি ক্ষিতি তব বাহুবলে;
কে তুমি? কি করেছ ইহার?

দ্রৌপদী। ধর্ম্মাসনে বসিয়াছ
ধর্ম্ম-অবতার নরনাথ !

বিরাট। রাখ আড়ম্বর ;
দণ্ড পাবে কীচক মরিলে।

দ্রৌপদী। দীনবন্ধু, কোথা তুমি এ সময়—
অবলায় দেখ একবার ;
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্ব আমার,
সূতপুত্র বাঞ্ছে তব নারী।

ভীম। হোঃ—ওঃ !

যুধি। নিজ কার্য্যে যাও হে বল্লভ।

[ভীমের প্রস্থান।

কীচক। হইলাম ভূতগ্রস্ত সম !

দ্রৌপদী। হে মাধব, এ হেন দুর্গতি !
প্রাণ কেন রাখি ?
সূর্য্যদেব, সাক্ষী তুমি—
অন্তরের জ্বালা জানাইব কারে আর !
অনাথিনী বালা,
তারে হেন জ্বালা দিলে ওহে দিননাথ !
জগৎ-জনক,
এই কি হে ছিল তব মনে ?
অনল নিভিল আজ প্রবল অনলে !
দিন দিন না সহিব অপমান,
প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

কীচক। দুষ্টা বারবিলাসিনি !

যুধি। মহাশয়, অনুচিত কহিতে উচিত নয়—

দুষ্টা নহে সৈরিন্ধ্রী কথন ;
পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব্ব উহার,
যুধিষ্ঠির-সভায় প্রচার-কথা ;
ছিল দ্রৌপদীর সহচরী,—
দুষ্টা নারী এ নহে কথন।

দ্রৌপদী। বহ শোণিত-প্রবাহ, বহ হৃদয়ে আমার,
ছিন্ন হৃদি উগার শোণিত-ধারা,
ধরা বলের অধীনা,
ধর্ম্ম, দুষ্টে ডরে,
সুবিচার রাজা নাহি করে!

বিরাট। একপক্ষ শুনি কভু না হয় বিচার।

যুধি। সৈরিন্ধ্রি, জানিহ স্থির,
ধর্ম্ম কভু কারে নাহি ডরে ;
কালে ধর্ম্মফল ফলে ;
কাল পূর্ণ বিনা
অত্যাচার না পায় চরম সীমা ;
অজ্ঞাতে গন্ধর্ব্ব স্বামী নেহারে তোমায়,
গ্রহকোপে প্রকাশ না পায় ;
যাবে দিন, কুদিন না রবে,
শান্ত হও, গৃহে যাও বালা,
কালোচিত কর আচরণ,
রাজা—ধার্ম্মিক সুজন, অহেতু না নিন্দ তাঁরে।

দ্রৌপদী। সুজনের বাক্য নাহি ঠেলি।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

বিরাট। কে এ নারী?

১ম সভা। মহিষীর সহচরী।

বিরাট। বীরবর, আজিকার নহে কথা,
শরীর অসুস্থ তব ;
কিঙ্করীরে পদাঘাতে কিবা কাজ ?

কীচক। মহারাজ, বুঝিয়াছি অভিপ্রায়,
উপদেশ লব—
হেন কর্ম্ম পুনঃ না করিব।
কহ কঙ্ক, পঞ্চস্বামী এর বর্ত্তমান—
কৃষ্ণ সখা আছে কি ইহার ?

যুধি। কৃষ্ণ সখা অনাথার চিরদিন।

কীচক। শিখায় মাখন চুরি ?

বিরাট। বীরবর,
অকারণ কৃষ্ণ-নিন্দা কিবা প্রয়োজন;
চল, সভা ভঙ্গ হোক আজি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

উত্তরা ও অর্জ্জুন।

উত্তরা। কহ বৃহন্নলা, শুনি তব দুঃখ-কথা—
আহা!—
কত ব্যথা পেয়েছ গো তুমি—
আছে কি গো সহোদর-সহোদরা

অর্জ্জুন। বৎসে, তব সঙ্গীতে আলস্য বড়।

উত্তরা। তিরস্কার নাহি কর বৃহন্নলা,
অভ্যাস ক'রেছি গান,
শুন বৃহন্নলা, স্বপনে তোমারে হেরি-
যেন তব কন্যা সনে খেলি,
প্রীতিভরে হের দাঁড়াইয়া দূরে।

অর্জ্জুন। বৎসে, তুমি দুহিতা আমাব।

উত্তরা। কি কহিব, স্বপ্ন-সুতা তব
গায় কিবা সুললিত,
বিমোহিত শুনিতে শুনিতে—
ছায়া আসি আবরিল,
ভয়ে ভেঙ্গে গেল সোনার স্বপন।

অর্জ্জুন। বৎসে, তুমি মম সুতা,
আপন সঙ্গীতে শুনেছ মধুর ধ্বনি;
শুনাও নূতন তান
পূর্ণ গীত বাৎসল্য-রসেতে।

উত্তরা। কব কথা বৃহন্নলা, গীত না গাহিব,
পশ্চাৎ শুনাব গান—
অভ্যাস ক'রেছি কত;
ভাল বৃহন্নলা, আর কি দেখেছ,—
দেখেছ কি খাণ্ডবদাহন?
কত বড় আছিল সে বন?

অর্জ্জুন। বিশাল কানন,
মনোরম উপবন সম।

উত্তরা। না—না, কহ তব বন-ভ্রমণের কথা।

অর্জ্জুন। পাবে ব্যথা কুমারী আমার,
শুনিলে সে দুঃখ-কথা ;
কমল কলিকা সম
কোমল হৃদয়-কলি তোর—
মম দুঃখ-কথা ভীষণ বারতা,—
বারিবে বিকাশ তার।
শুন মা আমার,
পাঠে মন করহ নিবেশ।

উত্তরা। সৈরিন্ধ্রী দুখিনী,
চাই শুনিবারে মন-দুঃখ তার,—
সেও নাহি বলে কথা।

অর্জ্জুন। পর-দুঃখে দুঃখিনী জননী তুমি,
সৈরিন্ধ্রী দুঃখিনী,
কেমনে করিলে অনুমান ?

উত্তরা। আহা, ম্লান চীর মাত্র আবরণ,
বাত্যা জল না মানে তপন,—
শয়ন ধরণীতলে ;
শুধাইলে কথা,
ছল ছল পদ্মপত্র-জল,
রুদ্ধ ভাষ, শ্বাসহীনা, রহে স্থির।
সৈরিন্ধ্রী কখন' কাঁদে কি তোমার কাছে ?
ঘরে যবে অভিমানে কাঁদি—
আসি ত্বরা নাট্যশালে,
কাঁদি তব অঞ্চলে ঢাকিয়ে মুখ।

অর্জ্জুন। বালিকা—বালিকা !

কেন কর অভিমান ?

উত্তরা। নাট্যশালে, নাহি করি অভিমান
কভু তান শিখিতে নারিলে,
আঁখি করে ছল ছল,—
গৃহে নাহি জানি কেন করি অভিমান।

অর্জ্জুন। বৎসে, হলো তব শয়ন সময়—
শুনাইয়ে গান, যাও জননীর কাছে।

উত্তরা। সাথে গাও, নহে যাব ভুলে।

অর্জ্জুন। নাহি শঙ্কা, গাও ধীরে ধীরে,
ব'লে দিব নাহি যদি হয় ;
গুরু আমি—কন্যা তুমি মম,
কেন মোরে কর ভয় ?

উত্তরা। না হইত ভয়,
শিখাইত যদি তব স্বপন-দুহিতা !

অর্জ্জুন। যাও গৃহে—রজনী বাড়িল।

উত্তরা। বৃহন্নলা, একলা রহিবে ?

অর্জ্জুন। যাও গৃহে, যাইব শয়নে।

[উত্তরার প্রস্থান

নিরমলা কমল-কলিকা।
বার বার দ্রৌপদীর অপমান—
সম্মুখে আমার।
বনবাস, পরবাস,
লুক্কায়িত ক্লীববেশে,—
ভগবান্! কিম্বধিক আর ?
হৃদয়ে অনল যত,

শরানল প্রজ্বলিত তত
করিব সমরস্থলে,
খাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জন্মিল।
দেখিব—দেখিব অক্ষয় তূণীর দ্বয়
কত শর করিবে প্রসব
সব্যসাচী করে মোর,
বুঝিব—বুঝিব গাণ্ডীবের কত বল।
ধৈর্য্য দেহ শ্রীমধুসূদন—
সখাব মিনতি শুন হে পাণ্ডব-সখা!
দীননাথ! কবে হবে দিন—
বীর অভিমানী কর্ণেরে সমরে পাব,—
ওহো, ক্লীবত্ব আমার!
অরির শোণিতে জ্বালা কি নিভিবে কভু?
হে মাধব—রাধিকাবল্লভ,
দুর্ল্লভ পদারবিন্দে রেখ এ অধীনে। [প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

রন্ধনশালা

ভীম।

ভীম। কোথা তৃপ্তি—কীচকের একমাত্র প্রাণ!
ছার সূতের নন্দন,
পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ!
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে।

ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন,—
বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর।
দুর্য্যোধন, হুতাশন হুতাশন জ্বলে—
ছার মুখে ধর্ম্মরাজে নিন্দিল পামর,
পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ!
বধিব না—বধিব না তারে,
উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন,
শোভিত নয়ন,
উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিবে যখন—
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত,
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে।
কভু না বধিব,
শৃগালে অর্পিব সেই ভার।
পড়ে মনে কীচকের ঘূর্ণিত নয়ন,
জীবিত থাকিতে খর নখে উপাড়িব
ফাটে প্রাণ, যুধিষ্ঠির ভৃত্যাসনে!
নপুংসক—গাণ্ডীবী ফাল্গুনি!
হায়, প্রাণের নকুল,
অরিকুল আকুল যাহারে হেরি—
পরাশ্রিত অশ্বরজ্জু করে!
দেবাকার দেব-বীর্য্য সহদেব—
ত্যজি দিগ্বিজয়ী ধনু,
ধেনু পাল ল'য়ে ফেরে!
লক্ষ রাজা জিনি

আনিলাম লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ঘরে
চুলে ধ'রে কীচক প্রহারে পায় !—
দেখিলাম—বল্লভ ব্রাহ্মণ !
কুক্ষণে—কুক্ষণে—
আরে দুঃশাসন, আরে দুর্য্যোধন,
আরে নরাধম সূত-সুত,
বিরাট-শ্যালক,
ভীমসেনে কুক্ষণে করিলি অরি।
কত দিন—কত দিন আব
কণ্টক-শয্যায় শোব ?

(ভীমের শয়ন)

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। ধিক্ ধিক্ ধর্ম্মনিষ্ঠা তাব—
ধিক্ দয়া !—
ধিক্ ধিক্ বীবাঙ্গনা বলি মনে করি অভিমান।
এ মনোবেদনা,
তপাচারী যুধিষ্ঠির কি বুঝিবে,
ভীম বিনা কারে জানাইব ব্যথা ?
তিন দিন যদি ব'য়ে যায়,
কীচক না হারায় পরাণ,
ভগবান্, আত্মহত্যা না ডরিব—
পাসরিব দুঃশাসনে—
বেণী না বাঁধিয়া,
জলে তনু দিব বিসর্জ্জন।
নিদ্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা-কোলে—

উঠ উঠ সূপকার !

ভীম। কহ কহ সহদেব,
অজ্ঞাত হইল অবসান ?
এ কি,—যাজ্ঞসেনী !
গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে।

দ্রৌপদী। কুলটায়—
পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ ;
সূত-পুত্র প্রহারিল পায়—
হেন কুলটায় নাহি স্পর্শে অপমান।

ভীম। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা, হুতাশনে ঘৃত নাহি ঢাল
বহু কষ্টে ধর্ম্মরাজে চাহি ধরি দেহ।

দ্রৌপদী। মরিবে—মরণে প্রস্তুত আমি।
অজ্ঞাতে পাণ্ডব নাম হোক অবসান—
অপমান গোপনে রহিবে ;
মুক্ত-ভাষে কহি,
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রহুক কুশলে।

ভীম। কৃষ্ণা, অল্পদিন—রাজার নিষেধ !

দ্রৌপদী। ধর্ম্ম হেতু রাজ্য বিসর্জ্জন।
সেই ধর্ম্মে শরীর অর্পণ—
নিষ্ঠাচার রাজার হইবে অভিমত।

ভীম। দ্রুপদনন্দিনি,
নৃপতিরে নিন্দা নাহি কর ;
আছে অল্পদিন,
পুনঃ
দেব-নাগ-নরে দেখিবে তোমারে—

রাজ চক্রবর্ত্তী-বামে ;
শুন যাজ্ঞসেনি, কহি সত্য বাণী,
যেই দিনে হইব প্রকাশ,
কীচকেরে সবংশে মারিব,—
শিরায় শিরায় উষ্ণ স্রোত ধায়,
হের কাঁপে কলেবর, দেবি !—
কি করিব, রাজার নিষেধ ;
নহে মৎস্যরাজ্য-চিহ্ন না রহিত।
জ্বলি যে জ্বালায় কি কব তোমারে আর

দ্রৌপদী। জানিতাম সহিবারে নারীর সৃজন—
সহ্যগুণ পুরুষে অধিক দেখি।
শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত,—
ভার্য্যা ত্যজি রাজ্য যদি হয়,
অজ্ঞাত সময়, বনিতার বলাৎকার !
ভার্য্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে !
ভার্য্যা মাত্র পণের কারণ !
হীনপ্রাণা, নহি বীরাঙ্গনা,
কলঙ্কিনী দেহে কিবা কাজ।

ভীম। শুন রাজরাণি, দিন নাহি রবে,
নিজ হাতে বেঁধে দিব বেণী তোর ;
দুর্য্যোধন-শোণিত সহিত,
গদা দেখাইব আনি,
মুকুটের রেণু দেখাইব এই পদে ;
সূত-পুত্র কীচকেরে—
তিল তিল করি দেহ তার,

মিশাইব ধূলি সনে, উড়িবে গগনে—
আত্মীয়ে না পাবে তনু সৎকারের হেতু!
অনেক সয়েছ—ধৈর্য্য ধর চাহি মো সবারে,—
ফাটে বুক, কি করি সুন্দরি!

দ্রৌপদী। সহিয়াছি—
রমণীর সহিতে উচিত যাহা,—
পরবাসে আছি সৈরিন্ধ্রীর বেশে;
আমা হেতু কভু নাহি ভাবি দুখ।
স্বামী রাজ্যেশ্বর, আছিলাম রাণী,
পরগৃহ-নিবাসিনী পতি সনে—
অপমান সভাতলে!
অপমান জয়দ্রথ-ছলে,—
তিল না গণিনু,
আঁখি-বারি অঞ্চলে মুছিনু
চলিলাম সিংহিনী সমান—
মৃগরাজ পাছে পাছে!
কিন্তু ভেকে কভু স্পর্শেনি করিণী।
গোপরাজ্যে রাজা,—
শ্যালক তাহার করে মোর অপমান!
শুন শেষোত্তর বৃকোদর,
সতী নারে অধিক সহিতে;
শত পদাঘাত নাহি গণি—
প্রেম-বাণী কবে পুনঃ হাসি হাসি—
পাণ্ডব-প্রেয়সী না রাখিব ছার প্রাণ।
হাসি হাসি বিরাটের দাসী

কবে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব বনিতা—
রাজসুতা—হেন অপমান কেন সব ?

ভীম। হা পাঞ্চালি, হেন দশা হইল তোমার !
পুনঃ যাব বনে—
পাপাচারে বিনাশিব,
না—না, ধর্ম্মরাজে না লঙ্ঘিব,—
কি করিব রাজার নিষেধ ।

দ্রৌপদী। জনে জনে না লব বিদায় ;
নিশা গতপ্রায়,
চরণে মেলানি মাগি ।
জানা'য়ো রাজারে—
জানাইয়ো—জানাইয়ো স্বামিগণে,
সবার চরণে নমস্কার করে দাসী ।

ভীম। শান্ত হও কৃষ্ণা গুণবতি,
যে হয় সে হয় কীচকে মারিব আমি ;
কিন্তু হইলে প্রকাশ, রাজা যাবে বনবাসে,
আছে কি উপায় গোপনে বধিতে তা'রে ?
কিন্তু রাজ-মানা ।

দ্রৌপদী। ভাব কেন যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা হেতু ?
সভা-মাঝে হইত প্রকাশ—
বলবান্ কীচক বিনাশ
সামান্যে না হয় কভু ;
পার যদি গোপনে মারিতে,
কবে লোকে, গন্ধর্ব্বে বধেছে তারে ।

ভীম। কিন্তু কিরূপে গোপনে বধি ?

দ্রৌপদী। নিশা বিনা নাহিক সময়।

ভীম। কালি কি আসিবে তব আশে ?

দ্রৌপদী। হা দগ্ধ হৃদয় !
পূর্ব্ব-অপমান নাহি গণি,
ডরি—

ভীম। পার তারে ল'য়ে যেতে শূন্য কোন স্থানে ?

দ্রৌপদী। শূন্য স্থান—নাট্যশালা যামিনীতে।

ভীম। সুচরিত্রে, নাট্যশালা বধ্য-ভূমি তার ;
ছলে কি কৌশলে,
কোন মতে পার কি আনিতে কাদাচারে ?
শুন সতি, ইঙ্গিতে ভুলায়ে
নিশাকালে আন নাট্যশালে,
সেই মত
ঘূর্ণিত নয়ন কামে, উপাড়িব নখে।

দ্রৌপদী। ভাল,
নৃত্য-গৃহে আনিতে আমার ভার।

ভীম। নিজ কর্ম্মে যাও, সতি !
প্রভাত নিকট,
যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

ধৈর্য্য ধর অধীর অন্তর,
রোষ-অগ্নি বাহিরিবে লোমকূপে—
মূর্চ্ছা যাবে লোকে,
স্ফীত শিরা ললাটে হেরিবে,
উগ্রমূর্ত্তি ক্ষুদ্র-মৎস্যদেশে কে সহিবে ?

নিশা-আবরণে আবার ঢাকিবে ধরা,
নীরবে—যামিনীর ঝিল্লিরবে
মিশাইবে রোষপূর্ণ দীর্ঘ-শ্বাস,
শিহরিবে ভুজঙ্গ গহ্বরে শুনি,
শৃগালের নাদে আর্ত্তনাদ মিশাইবে তার,
না করিব রুধির পতন,
সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতি,—
ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর প্রাণ।

[ভীমের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

উপবন

কীচক।

কীচক। প্রভাত-সমীরে শীতল না হয় প্রাণ,
জ্বলে—দেহ জ্বলে,
উষ্ণ ভালে না পরশে বায়ু,
উষ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়!
অগ্নিশিখা করে, নিশির শিশিরে
শীতল না হয় জ্ঞান;
উষ্ণ শ্বাস বদ্ধ নাহি বহে,
ভুলাতে নারিনু

বলে তারে করিব গ্রহণ ;
নহে এ অনল না হবে শীতল,
নহে উষ্ণ আঁখি নিদ্রা কভু না জানিবে ;
শয্যা শূল সম,
জাগিয়ে যাপিনু রাতি—
এ গরল-বাতি আগে নিভাইব—
পরে পদাঘাতে করি দূর—
দিব অবজ্ঞার প্রতিফল।
মাদক-সেবায়
এ অনল করিব প্রবল,
যাহে তাপে হয় অধীরা বিহ্বলা।
পুষ্প হেতু নিত্য সেই আসে উপবনে,
ওই দাঁড়াইল, সরস চাহিল যেন,—
অঙ্গ-আবরণে বড় আড়ম্বর আজি,—
মুক্তকেশ চালিয়ে দেখায় !
বুঝিয়াছে, বুঝেছে আমায়,
ক্ষমতা বুঝেছে মম ;
পুষ্পাধার করে আসে ধীরে ধীরে,—
দেখে নাই মোরে যেন ;
সম্ভাষিব প্রতীক্ষা করিছে,
বুঝি বল না হইবে প্রয়োজন,
বলে মধু হয় অপচয় ;
ধীরে যায়, চাহে ফিরে ফিরে,
ভাবভঙ্গী মনোভাব করিছে প্রকাশ।
ভাল, ভাঙ্গি এ কৃত্রিম মান।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

কহ, রাজসভা দেখিলে কেমন ?
মৌন কেন, দেহ না উত্তর ?

দ্রৌপদী। কি দিব উত্তর ?

কীচক। রাজাবে কি মনে ধবে তোর ?

দ্রৌপদী। কেশ-বেদনায়, চরণের ঘায়,
রাজসভা পলে পলে হেরি।

কীচক। ক্ষুদ্রমতি কিঙ্করী কি জানিবি আমায়,
ত্রিভুবনে কীচকের নাহি ভয়।

দ্রৌপদী। পদাঘাত তরে পুন কি দাঁড়ায়ে আছ ?
আসি পুষ্পপাত্র রাখি,
যত সাধ করিও প্রহার।

কীচক। রোষ হ'লে হই হতজ্ঞান,
উচ্চ কেহ আমা হ'তে
এ কথা শুনিলে স্থির না রহিতে পারি ;
ক'রেছিস রাজার প্রয়াস,
দেখাইমু রাজা কেবা আমা হতে !
রাজকার্য্যে বিলাসের না হয় সময,
সেই হেতু নাহি বৈসি সিংহাসনে ;
আছিস্ এ পুরে,
ক্রমে পারিবি জানিতে—
কেবা আমি, ইন্দ্র কেবা মম তুলনায় !

দ্রৌপদী। ইন্দ্রপ্রস্থে শুনেছিমু যেন
মৎস্যরাজ দেছে কর যুধিষ্ঠিরে।

কীচক। হাঁ্যা হাঁ্যা, কর নয় কর নয়—
তবে কহি শুন,—
যাই যুদ্ধ হেতু, হেরি রণবেশ মোর
মুগ্ধ হ'য়ে সুন্দরী জনেক
ল'য়ে গেল গৃহে তার ;
আর
সখ্যতা আছিল মম কুরুকুল সনে,
আসিয়াছে লোভে, কিঞ্চিৎ দিলাম ধন।
সখ্যতা কারণে,
নিমন্ত্রণ রক্ষা হেতু যাইতে হইল,
বসাইল যুধিষ্ঠির দক্ষিণ আসনে।
মম কার্য্য ওই মত,
যারে বাড়াইব,
স্থান দিব আমার উপরে ;
কিন্তু কোপে পড়িলে আমার,
নিস্তার কাহার' নাহি আর।

দ্রৌপদী। ঠেকিয়া জেনেছি তাহা।

কীচক। হা হা, ও কথায় মনে নাহি দেহ স্থান।
কিন্তু আপনার যে করিল মোরে
তায়—কি কহিব আর।

দ্রৌপদী। হয় ভয় কথা কহ,
পাছে কেহ দেখে ?

কীচক। ভয় কিবা—
রাজরাণি, ত্রিভুবনে ভয় তোর কারে,
কীচক রয়েছে তোর পাশে।

দ্রৌপদী। ডরি পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামীরে,
সন্দেহে বধিবে প্রাণ।

কীচক। কোটি গন্ধর্ব্বের কিবা ডর—
বাহুদ্বয় রক্ষক রূপসি,
হাস পুনঃ—হাস এ ঈষৎ হাসি।

দ্রৌপদী। না না,—
প্রণয়ের ভাষে না সম্ভাষ মোরে তুমি!

কীচক। শশিকলা,
শিখেছ বিস্তর ছলা!

দ্রৌপদী। কেন মজাইবে মোরে?

কীচক। ভাল ভাল, মজাইয়া কহ ভাল কথা।

দ্রৌপদী। যাও চ'লে,
নহে চ'লে যাই পুষ্পপাত্র ফেলি,
সতী আমি, রয়েছে গন্ধর্ব্ব স্বামী,
লোকে জানে চিরদিন।
মরিব তখনি,
কলঙ্কিনী যদি কহে কেহ।

কীচক। নিশা সরসে—কুসুমকুলে
সুধার নীহারে,
প্রণয়ীর প্রাণ
বিকাশে আঁধার বরিষণে!

দ্রৌপদী। আহা কি সুন্দর কবিত্ব তোমার!
বাড়ে বেলা, পুরবাসী আসিবে এ স্থানে।

কীচক। সত্য, পুরবাসি-মেঘে
হৃদাকাশ আবরিবে ত্বরা।

দ্রৌপদী। কালি গিয়াছে প্রহার,
আজি বুঝি দিন কবিতার ?

কীচক। শুন কৃশোদরি,
আঁধারে বিহার না হবে প্রচার,
কেন ভাব এলোকেশি ?

দ্রৌপদী। নৃত্যশালা শূন্য রহে নিশি আগমনে,
যত কথা তব শুনিব সে স্থানে
কিন্তু যাব তোমারে প্রত্যয় করি,
সতী আমি রেখো মনে।

কীচক। শুন—যাইব কেমনে,
রুদ্ধ নাহি রহে দ্বার ?

দ্রৌপদী। সে ভার আমার।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

কী ক। চন্দ্রাননে, ভাণ কীচকের সনে !
যবে গালি, জেনেছি তখনি।
রসে ডগমগ,
বহুদিন না ফুরাবে মধু !
বায়স কঠোর অতি ;
তবু না স্পর্শিনু,
অধীর ফাটিছে প্রাণ।
পরশনে হইতাম জ্ঞানহীন পুনঃ,
মুখ-সুধাপানে সবল হইব,
তবে পরশিব,
নহে ঘ্রাণে তার অগ্নির উত্তাপ ! [কীচকের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক

শয়ন-কক্ষ

অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। দিবাকর পল বহে যুগ সম !
দেখ বেশ, দেখ দীর্ঘবেণী,
হের আভরণ,
দ্রৌপদীর অপমান জীবিত থাকিতে।
তেজোময় রবি, উজ্জ্বল কিরণে
হের হে অন্তর মম,
হের, কি ধৈর্য্য-বন্ধনে উগ্র প্রাণ রাখি স্থির,
হে মিহির কত দিনে পাব পরিত্রাণ ?

(উত্তরার প্রবেশ)

কি উত্তরা, কেন কাঁদ মা আমার ?

উত্তরা। সৈরিন্ধ্রীরে মাতুল মেরেছে পায়।

অর্জ্জুন। হও চিরজীবী,
পর-দুঃখে দুঃখিনী জননী মম,
আরে রে উত্তরা, আরে রে বালিকা মোর,
তুমি অভাগার নয়নের নিধি !

উত্তরা। নাহি আর বল বৃহন্নলা,
কান্না আসে মোর ;
কহ মোরে, কোথা যাবে সৈরিন্ধ্রী পলায়ে,
যবে পুনঃ মাতুল মারিবে পায় ?
বৃহন্নলা, শুনিবে না
মাতুল তোমার মানা ?

তুমি বুঝাইলে শান্ত তার হবে ক্রোধ,
সৈরিন্ধ্রীরে কব কি আসিতে হেথা ?

অর্জ্জুন। ক্লীব আমি,—মহাবীর মৎস্যের শ্যালক,
কেমনে বারিব তারে,
সৈরিন্ধ্রীরে কেমনে রাখিব ?

উত্তরা। ভয় হয় হেরিয়া বদন তব,
দুঃখ নাহি কর বৃহন্নলা
নাহি ত্যজ দীর্ঘশ্বাস,
সৈরিন্ধ্রীরে রাখিব লুকায়ে
না পাবে সন্ধান তার মাতুল আমার।

অর্জ্জুন। বৎসে পাঠ তুমি নেবে কি এখন ?

উত্তরা। না—না
খেলার সময় এ তো ক'রেছ নিয়ম
বৃহন্নলা সৈরিন্ধ্রীরে ভালবাস
তবে কেন কভু নাহি কও কথা ?

অর্জ্জুন। ভালবাসি তোমারে মা আমি।
সৈরিন্ধ্রীর সনে কি হেতু কহিব কথা ?

উত্তরা। কিন্তু পাও ব্যথা সৈরিন্ধ্রীরে হেরে
বুঝিয়াছি দেখিয়া বদন ;
সৈরিন্ধ্রীকে জান বৃহন্নলা ?

অর্জ্জুন। বলিয়াছি বার বার
দ্রৌপদীর ছিল সহচরী।

উত্তরা। না না সৈরিন্ধ্রী সামান্যা নহে নারী।

অর্জ্জুন। (স্বগত) আহা
এ কমল ফুটিল এ মৎস্যদেশে !

উত্তরা। শুন বৃহন্নলা,
হাস তুমি স্বপ্ন কথা শুনি
কিন্তু কালির স্বপন হাসিবার নহে কভু।

অর্জ্জুন। স্বপ্ন তব দিন দিন নব নব?
নিত্য কহি কৃষ্ণ বিনা নাহি কেহ মম,
নিত্য আসি সুধাও আমায়
ভ্রাতা ভগ্নি জননী কি আছে কেহ?
স্বপ্ন তব এ হেন অসার সুতা।

উত্তরা শুন বৃহন্নলা,
কাঁদিব এখনি না যদি স্বপন শুন।
যেন ভ্রমি উপবনে—
একে একে হেরিলাম
দেবের কুমার পঞ্চ জন,
উজ্জ্বল রতন-মণি-খচিত আসন,
পঞ্চজন বসিল তথায়;
সৈরিন্ধ্রীর নাহি এই বেশ
দেবীর ভূষণ—দেবী যেন রূপে;
হাসি হাসি বসিল তাদের পাশে!
আসিলাম ডাকিতে তোমায়—
নাহি তুমি আর!
বেশ-ভূষা দীর্ঘ বেণী আছে পড়ে।
পুনঃ আইনু উপবনে—
বৃহন্নলা বলিয়া কাঁদিনু
শুনিলাম বৃহন্নলা নাই,
কাঁদিয়া লুটাই ভূমে!

পঞ্চজনে করি নমস্কার,
দাঁড়াইল দেবের কুমার,
দয়া করি তুলিল আমায় করে ধরি
কিন্তু সেই ছায়া,
স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে !
কহ বৃহন্নলা, কভু না যাইবে তুমি ?

অর্জ্জুন। তুমি মা আমার,
মা ছেড়ে সন্তান কভু যায় ?

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। এ কি বৃহন্নলা
দিবারাতি শিক্ষা নাহি প্রয়োজন।
দিন দিন শীর্ণ বালা মাকে না পাইয়া।

উত্তরা। মাতা, কটু নাহি বল,
আপনি আইনু বৃহন্নলা কি করিবে ?
বৃহন্নলা, রাগিবে না তুমি ?

সুদেষ্ণা। ভাল গুণ করিয়াছ বৃহন্নলা।

অর্জ্জুন। রাজরাণি, উত্তরা জননী মোর।
মা কি রহে সন্তানে ত্যজিয়া ?
বুঝ দেবি আপনি এসেছ—
তিল নাহি হেরিয়া কুমারী।
যাও মা আমার
এস পুনঃ পাঠের সময়।

[সুদেষ্ণা ও উত্তরার প্রস্থান

কুললক্ষ্মী সুবচনী মা আমার ;
দিব্যচক্ষু আছে কি বালার ?

দিন দিন স্বপ্নসত্য তার !
ফলিবে কি এ স্বপন ?
আহা, কুললক্ষ্মী মম—
মা আমার মধুরভাষিণী ।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান ।

দশম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

কীচক

কীচক । যদি ভালবাসে মোরে,
পাসরি পূর্ব্বের হেলা ।
দিন নাহি যায়,
আজি সেই ভাব পুনঃ মম
পুনঃ পুনঃ যেন পিপীলিকা চলে গায় !
মদনের হুতাশন !
বিশল্যকরণী মিলিবে যামিনীযোগে !
না না, রূপ তার না ভাবিব—
উন্মত্ত হইব !
রাঙা রাঙা চারিদিকে—
যেন রুধির উগারে !
এখন না নিভে আলো—
হনুমান যামিনী আমার—
সে বাঁচাবে শক্তিশেলে ।

ছার বায়স ডাকিল শিরে—
আঁচড়িল ভাবের জানকী সম।
এক চক্ষু অন্ধ রাম-বাণে,
কীচক-রামের বাণে দু'নয়ন যাবে কালি !
এই যে আঁধার সাথে রজনী আইল।
এ কি ভূকম্পন ?
না—না, সুধাপানে মস্তক টলিল ;
বাড়াক গরল, আছে স্নিগ্ধ নীর ;
কথা নাহি কব, আঁধারে বসিব,
স্নিগ্ধ নীরে শীতল করিব তনু।
হুতাশন-স্রোত দেহে মোর !
যাই,
নাট্যশালা শূন্য এতক্ষণ,
বড় অভিমানী—বিলম্বে যদ্যপি রোষে ?
হে সৈরিন্ধ্রি, বাক্য মিথ্যা নহে মম,
বাঁধিয়াছ—বাঁধিয়াছ মোরে,
এলোকেশে আবেশ অধিক দেখি।

[প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

দ্রৌপদী ও রমণীবেশী ভীম।

দ্রৌপদী। স্থির হও, কেহ যদি শোনে—
শ্বাস তব ভুজঙ্গম সম।

ভীম। শুন দ্রুপদনন্দিনি, মৃত্যু নারীজাতি ;
দর্পণে দেখিব গিয়ে
ক্রুদ্ধ ভীম কিরূপ রমণী-বেশে !
কহ নাই রঙ্গভঙ্গ করি ?
এখন' বিলম্ব কেন ?

দ্রৌপদী। ধর ধৈর্য্য ; এক ভিক্ষা বীরবর,
আমি না পারিব প্রহারিতে পাষণ্ডের শিরে,
যেন আমা জ্ঞানে,
লয় তব তিন পদাঘাত,
একে একে গুণি আমি অন্তরালে থাকি।
বীরবর,
পুরায়েছ সকল বাসনা,
এ মিনতি কর' না অন্যথা।

ভীম। ভাল, সেইমত করিব বর্ব্বরে।

দ্রৌপদী। ঐ বুঝি আসিছে বর্ব্বর,
মিনতি রাখিও মোর। [দ্রৌপদীর প্রস্থান।

(কীচকের প্রবেশ)

কীচক। কোথা বিশল্যকরণি,
দেখা দাও, খুঁজিয়া না পাই।

(ভীমের পদধ্বনিকরণ)

নাহি আভরণ, কেন পদধ্বনি ?
রাখ পরিহাস, যাই কাছে—
ক'ও কথা, খুঁজিয়া না পাই !

ভীম। চুপ্ !

কীচক। ওহো ওহো, কোথা তুমি ?

(স্পর্শ করিয়া)

আহা—আহা, কি কোমল কায় !

ভীম। ছাড়, ব্যথা মম গায়,
প্রহারে জর্জ্জর আমি।

কীচক। ছিঃ প্রেয়সি, প্রেমের সে লাথি !
ভোলনি এখনও তুমি ?
দেখি পারি যদি ভুলাইতে
গাঢ় আলিঙ্গনে ;
আহা, ডগমগ নধর লতিকা সম !
আহা, গণ্ডস্থল কি কোমল !
আরে, শ্মশ্রু মোর প্রবেশে
নাসিকা দ্বারে।

ভীম। দেখ, চ'লে যাব হেতা হ'তে।—

কীচক। কেন, কিবা অপরাধ
ডাকি যদি সবারে এখন ?

ভীম। লজ্জা নাহি হবে তব ?

কীচক। মোরে জানে পুরবাসিগণে ;
সুন্দরী যে আছে যথা
আজি বা দুদিন পরে ভোগ্যা মোর !

কিন্তু শরদিন্দুনিভাননি,
আজি হ'তে তোর,—
ভ্রমর তোমার আমি !

ভীম। এত যদি, মারিতে না উচিত চরণ।

কীচক। এই দেখ,
আছি আমি মস্তক পাতিয়া।
কর তুমি পদাঘাত।

ভীম। ছি ছি ! হীন আমি কেমনে করিব ?

কীচক। কর পদাঘাত, আছি মাথা পেতে,
না কর বিলম্ব মিছে ;
যবে প্রণয় জন্মিল,
তুমি আমি এক প্রাণ।

ভীম। ঐ দেখ এক প্রাণ !

কীচক। হাঁ৷ প্রেয়সি, এক প্রাণ ;
কমল সমান কোমল চরণ তোর,
ভাব কি রূপসি, ব্যথা আমি পাব তায় ?
কোমলাঙ্গি ! কর হে প্রহার,
প্রেমালাপে বিলম্ব কি হেতু আর ?

ভীম। (প্রথম পদাঘাত)

কীচক। যেন পুষ্প-বরিষণ।

ভীম। (দ্বিতীয় পদাঘাত)

কীচক। সচন্দন্ !

ভীম। (তৃতীয় পদাঘাত)

কীচক। এই বার চৌদ্দ ভুবন !

ভীম। আরে দুষ্ট, গন্ধর্ব্বে চালন।

কীচক। এঁ্যা—গন্ধর্ব্ব ? বধি তোরে,
সৈরিন্ধ্রীরে বধিব পশ্চাতে
দিয়ে যত ভৃত্যগণে উপভোগ হেতু।

ভীম। আরে রে বামন,
চন্দ্রসুধা কর সাধ !
বধি তোরে পশুর সমান।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(দ্রৌপদীর পুনঃ প্রবেশ)

দ্রৌপদী। শ্রীমধুসূদন,
বার বার রাখিলে পাণ্ডবে,
রক্ষা কর কীচকের হাতে।

কীচক। (নেপথ্যে) পিপীলিকা শিরে !

ভীম। (নেপথ্যে।) ইহলোকে বাক্য সাধ
নাহি কর আর,
কুক্কুরে দিব এ জিহ্বা—
সৈরিন্ধ্রীরে কহিয়াছ কুবচন ;
এই চক্ষে দেখিয়াছ সৈরিন্ধ্রীরে,
পদাঘাত সৈরিন্ধ্রীর কায়—
পদাঘাতে ছাড় প্রাণ।
মৃত্যু তোরে দিল পরিত্রাণ,
না রাখিব নরের আকার।

দ্রৌপদী। পড়েছে পামর,
হে মধুসূদন, প্রণাম তোমার পায়।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা !

দ্রৌপদী। স্থির হও, যাও চ'লে, পাছে কেহ দেখে,
রণচিহ্ন ধৌত কর জলে।

ভীম। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!
মিটিল না তৃষ্ণা—মিটিল না তৃষ্ণা
অল্প ঘায় ত্যজিল পরাণ।
আরে দুঃশাসন, কবে তোরে পাব আমি,
কবে বেণী বাঁধিব তোমার?

দ্রৌপদী। বীরবর, তুমি ঘুচাইবে ব্যথা মোর,
যাও শীঘ্র, প্রভাত নিকট!

ভীম। অগ্নি আনি দেখ গিয়ে দুষ্টের আকার,
পদাঘাতে ফেলেছি প্রাঙ্গণে। [ভীমের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। ভীম বিনা কে রাখে বিপদে,
দেখি—
কোন্ মুখে প্রেম-কথা কহিল অজ্ঞান।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

প্রাঙ্গণ

(হাড়িনীর প্রবেশ)

হাড়িনী। গড়্‌র্ গড়্‌র্ গড়্—
আগাশ আজ সারা রাতই ম'র্‌ছে-
এখনও ফিন্‌ফিনিয়ে ঝর্‌ছে।
ভাব্‌লুম,

সকাল সকাল ঝাঁট দিয়ে যাই—
ছাই কিছু কি দেখ্‌তে পাই।
এ আবার কি ফেলেছে মাঝখানে ?
কারুর কর্‌তে তো হয় না,
আর সয় না বাপ্‌, সয় না।
আ মর, কুম্‌ড়ো না কি ?
দেখি—দেখি, বড্ড ভারি—
লুকিয়ে নে যেতে যদি পারি।
আঃ খেলে,
কে আস্‌ছে আলো জ্বেলে !

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। দেখ আসি পুরবাসিগণে,
কি দুর্দ্দশা গন্ধর্ব্ব হেলনে,
দুর্ম্মতির নেহার দুর্গতি।
আরে রে কীচক,
আরে নরাধম,
এত দর্প তোর !
নর হ'য়ে গন্ধর্ব্বে না ডর !

হাড়িনী। ওগো দেখসে গো কি হ'ল,
তাল পাকিয়ে মামা গেল,
ওগো, হায়—হায় !
মামা যেন কুম্‌ড়ো গড়ায় !

(সুদেষ্ণা ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। আরে আরে বিকট চীৎকারে
কেন কর বিরামে ব্যাঘাত ?

হাড়িনী। ওগো দেখসে গো, মামা কুপোকাৎ।

সুদেষ্ণা। এ কি—এ কি!

দ্রৌপদী। ভ্রাতা তব,
সুধা হেতু প্রেরিলে যাহার পাশে ;
ক্ষুদ্র নর গন্ধর্ব্বে না মানে,
শমন-ভবনে গেছে গন্ধর্ব্বের কোপে।

সুদেষ্ণা। কি হ'ল, কি হ'ল,
কোথা গেল ভ্রাতা মোর,
মাটী খেয়ে দুষ্টারে কি হেতু দিনু স্থান!
আহা, বীরকুলপতি,
যার বলে ভুঞ্জি বসুমতী,
কি দুর্গতি হ'ল গো তাহার।

(বিরাটের প্রবেশ)

বিরাট। রাণি, কি বল কি বল,
কে বধেছে কীচকেরে ?

সুদেষ্ণা। ওহো, বজ্রাঘাত গৃহচূড়ে পাপিষ্ঠার তরে,
কহে দুষ্টা গন্ধর্ব্বে বধেছে।

(কীচক-ভ্রাতাগণের প্রবেশ)

হায়, ভ্রাতাগণ,
দেখ আসি অগ্রজের দশা,
মরে ভাই পাপিনীর তরে।

কীচক-ভ্রাতা। ভাল, দেখি, ওর গন্ধর্ব্ব কেমন,
চাহি রাজ-আজ্ঞা সৎকারের হেতু।
অনর্থের কেতু

কুলটারে পোড়াব ভ্রাতার সনে,
দেহ অনুমতি মহারাজ!

বিরাট। জ্বলে প্রাণ শোকানলে,
জ্বলন্ত চিতায় পোড়াও দুষ্টায়,
তবে অগ্নি নিভিবে আমার।

কীচক-ভ্রাতা। আরে রে পাপিনি, বারবিলাসিনি,
কোথায় গন্ধর্ব্ব তোর?
হায়, কয় দিন অগ্রজ পীড়িত,
নহে—কীচক বুঝিত শত গন্ধর্ব্বের বল,
হেন সহোদর, ছলে মারে বারনারি!
ডাক্ রে কুলটা,
ডাক্ তোর উপপতিগণে।

(দ্রৌপদীকে বন্ধনকরণ)

দ্রৌপদী। মরে অনাথিনী,
দেখ জয় বিজয় আসিয়া,
হে জয়ন্ত, জয়সেন,
জয়দ্বল এস ত্বরা;
যায় যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে,
রক্ষা কর—রক্ষ অভাগীরে!
যাহার হুঙ্কারে তিন লোক ডরে,
ভূধর বিদরে ধনুক-টঙ্কারে যার,
ভৃত্য প্রায় ত্রিভুবন সেবে যায়,
দিক্‌পতি পতিগণ মোর
এস আশুগতি,
দেখ, দেখ বনিতার কি দুর্গতি

স্থতগণে বধে মোরে।

কীচক-ভ্রাতা ডাক্ ডাক্ উচ্চৈঃস্বরে,

আর কত স্বামী আছে তোর।

[দ্রৌপদীকে লইয়া কীচক-ভ্রাতাগণের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। (নেপথ্যে) রক্ষা কর—রক্ষা কর,

যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে!

কীচক-ভ্রাতা। (নেপথ্যে) জ্বালি অগ্নি

আগে দিব মুখে।

বিরাট। বীরদর্প মৎস্যদেশ, ঘুচিল তোমাব,

ক্ষুদ্র তৃণ অশনি ছেদিল,

ফুরাল ফুরাল,—

চলে গেল রাজ্যের শেখর!

হা হা, বীরবর,

হা হা, কোথা গেলে সেনাপতি!

দ্রৌপদী (নেপথ্যে) গেল প্রাণ, বুঝি নাহি পরিত্রাণ

কোথা জয় বিজয় দেখ না।

ভীম। (নেপথ্যে) না কাঁদ,

না কাঁদ, সতি আর

আসিয়াছে গন্ধর্ব্ব তোমার,

আরে ছার স্থতপুত্রগণ

সকলে। (নেপথ্যে) এল এল, পলাও পলাও।

বিরাট। এ কি—এ কি,

মৎস্যদেশে গন্ধর্ব্ব করিল বাস,

এ কি সর্ব্বনাশ, শীঘ্র লহ সমাচার।

সুদেষ্ণা। মহারাজ কি হবে—কি হবে,

গন্ধর্ব্বে বধিবে সবে !

বিরাট। কোথা পেলে এ কাল-সাপিনী ?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। নরপাল,
বিষম জঞ্জাল ঘটিল সৈরিন্ধ্রী হেতু।
দীর্ঘকায় শালবৃক্ষকরে,
অঙ্গে যেন ভাস্কর-কিরণ,
শূন্য হতে এল অকস্মাৎ !
এক ঘায় ঊনশত ভ্রাতা
বধিল সে দুর্ম্মদ-আকার,
শত কায় লুটায় ধরণী !
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রী পশিল পুরে।

বিরাট। শুন সুদেষ্ণা বচন,
ডাকিয়া হেথায়
শীঘ্র পাপ করহ বিদায় ;
কটু নাহি কহ,
বুঝাইয়ে বল তারে ;
নারী-সৃষ্টি বীরের সংহার হেতু।

[বিরাটের প্রস্থান।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। দেখ রাণি,
সৈরিন্ধ্রী আইল, এলোকেশে
শ্যামা যেন দৈত্যকুল বিনাশিয়া !

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

সুদেষ্ণা শুন বাছা, বচন আমার,

রূপে তোর মোহে ত্রিভুবন,
পুরুষ কি ছার, রমণী ভুলিতে নারে।
আছে স্বামী পুত্র মোর, করে ধরি তোর,
কভু কি ভাবে চাহিবে—
প্রমাদ পড়িবে রুষিলে গন্ধর্ব্বগণে।
বাছা,
স্বামী-পুত্র ভিক্ষা মাগি তোর কাছে,
স্থানান্তরে করহ গমন ;

দ্রৌপদী। চিন্তা নাহি কর রাজরাণি,
স্বামী মম ঋণী তব পতি-পুত্র-পাশে,
কদাচিৎ অনিষ্ট না হবে,
আছে অল্প দিন আর,
রুষ্ট গ্রহ হতে স্বামিগণ পাবে পরিত্রাণ ;
দিয়েছ আশ্রয়,
দয়া করে কয় দিন দেহ স্থান,
করি গো কল্যাণ—
স্বামী-পুত্র রবে তোর সুখে।

সুদেষ্ণা। বাছা, ভাল মন্দ তোমারে লাগিবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

(বিরাটরাজ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বিরাট। রণজয়ী মৎস্য-সেনাগণ,
ঘটেছে দুর্ম্মতি সুশর্ম্মা ভূপতি
সম্মুখীন পুনঃ আজ রণে,
সেনাপতি-মৃত্যু-বার্ত্তা শুনি।
ছার ত্রিগর্ত্ত ঈশ্বর,
ছার তার সেনাগণ,
মৎস্য অস্ত্রমুখে মাগিয়াছে পরিহার!
ওহে অভয়-হৃদয় সামন্ত-নিচয়,
চল করি পরাজয়
লজ্জাহীন দস্যুগণে ;
চল সুদৃঢ় বন্ধনে,
বেঁধে আনি ত্রিগর্ত্ত অধমে—
চল শীঘ্র, বিলম্ব কি আর।

সৈন্যগণ। জয় বিরাট রাজার জয়!

বিরাট। আইস বায়ুবৎ, দেখাইব পথ,
মর্ম্মভেদি শরে অরিশ্রেণী ছেদি,
দেখাইব কোথা চির-অরি।

সৈন্যগণ। জয় মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তের জয় ;

[সকলের প্রস্থান।

(ভীম, যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। শুন ভীম, অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ কর মনুষ্যের মত,
রোষে আপন প্রকাশ,
নাহি ধাও, তরু করে লয়ে—
নাহি কর আপন পাসরি
রথে রথ করি নাশ।
মহাবীর্য্য সুশর্ম্মা ভূপাল,
রাজার না হয় অকল্যাণ,
চল যাই পাছে পাছে—
সাবধানে করি গিয়ে রণ।

নকুল। বৃদ্ধ রাজা ছোটে যুবাপ্রায় !

সহদেব। মহোল্লাসে মৎস্যসৈন্য ধায় !

ভীম। (স্বগত) কুরুকুল পক্ষ সেই
ত্রিগর্ত্ত দুর্জ্জন
ডরি মাত্র যুধিষ্ঠির দয়াময় !

[সকলের প্রস্থান।

(গোপদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম-গোপ। বাপ্,—বাপ্—কি হিড়িক টান্—
এল যেন গাঙ্গের তুফান !
রঙচঙে সব ধ্বজা সারি সারি।

২য়-গোপ। হল্লা করে ভারি,
এ হিড়িকে প্রাণ রাখতে পারি
গোছ দেখি না তারি।

১ম-গোপ। নামটা কি রে ?

২য়-গোপ। যুযোধন।

১ম-গোপ। বাঁচবার তো দেখ্‌ছিনে লক্ষণ,
আর ঘাঁটি রাখবে কারা ?

২য়-গোপ। ভম্মা, দোনা, কানা।

১ম-গোপ। গেছে জানা,
বৌকে পরাল টেনা।

২য়-গোপ। বাপ্, বাপ্, কি শাঁকের ডাক্
যেন কড়্‌কড়াল' আগাশ জুড়ে !

১ম-গোপ। মেঘে লেগেছে ধ্বজা উড়ে,
যেন ধূম ক্ষেত্তরের চাস !
ডাক্ উঠ্‌ল তো খালি ডাক, বাস্ !
বাঁকা বাঁক কথা অ্যাকে,
গয়লার পো কি মনে থাকে ?
বল্লে উজ্জোবন।

২য়-গোপ। না না, যুযোধন।

১ম-গোপ। যুযোধন রাজার চাকের মাতি।

২য়-গোপ। না রে চকোরবতি।

১ম-গোপ। হাঁ, চাকের বাতি।
ঘাঁটির ছুই শালা আর কানা ভেড়ে
বস্‌লো এসে ধ্বজা গেড়ে,
যদি টেংরিতে থাকে বল
তো দিসে তেড়ে।

২য়-গোপ। এই খেলোয়াড়
তিন শালাই খেড়ে।

১ম-গোপ। তুই যা না ভাই রাজার কাছে।

২য়-গোপ। তোর ভাব বুঝেছি আঁচে,
মোর গদ্দানটা যাগ্
ওর গদ্দানটা বাঁচে!

১ম-গোপ। চল্ তবে ভাই, তুজনেই যাই।

২য়-গোপ। চল তাই,
কোন দিকেই বাঁচন তো নাই।

১ম-গোপ। ডাকেই হ'ল দাঁতকপাটি,
আমি সেখানে ধনুক আঁটি!

২য়-গোপ। চোর হয় তো বিঁধে মারি,
এ ত জুলুম ভারি—
জল ঠেলে কি রাখ্তে পারি?

১ম-গোপ। এল আগাশ পাতাল যুড়ে।
মর্ গে তোরা আগে পুড়ে।

[গোপদ্বয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নাট্যশালা

উত্তরা ও অর্জ্জুন

উত্তরা। বৃহন্নলা, মাতুল মরিল—
পিতারে কে রাখিবে সমরে?
হে মাতুল,
বাদ কেন করিলে গন্ধর্ব্ব সনে!

অর্জ্জুন। নাহি ভাব বালা,

অজ্ঞাতে গিয়াছে সাথে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
আশ্রয়ে তাঁহার বৈরীর নাহিক ডর।

উত্তরা। কেমনে জানিলে—
সৈরিন্ধ্রী কি বলেছে তোমারে?

অর্জ্জুন। গন্ধর্ব্বের প্রিয় মৎস্যকুল।

উত্তরা। কেমনে জানিলে তুমি—
ভয় গণি মনে,
কেমনে জানিবে বল গন্ধর্ব্বের পতি
এ হেন প্রমাদ হেথা।

অর্জ্জুন। মৎস্যরাজে বড় স্নেহ তাঁর,
সতত আছেন তিনি মৎস্যের রক্ষণে।

উত্তরা। আমা প্রতি স্নেহ আছে তাঁর?

অর্জ্জুন। তুমি তাঁর নয়নের নিধি।

উত্তরা। তুমি ভালবাস তাঁরে?

অর্জ্জুন। তিনি মম আরাধ্য দেবতা।

উত্তরা। বৃহন্নলা, দেখিব গন্ধর্ব্বরাজে।

অর্জ্জুন। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে,
আমি তুলে দিব কোলে তাঁর।

উত্তরা। না—না, রব আমি তোমার অঞ্চল ধরি।

অর্জ্জুন। কেন কাঁদ মা আমার?

উত্তরা। সবে কহে বিবাহের কথা মোর—
তুমি যাইবে না সাথে?

অর্জ্জুন। বলেছি তো—
যেখানে রহিবে, সেখানে রহিব আমি।

উত্তরা। বৃহন্নলা,

জানি ফাঁকি দাও তুমি—
সৈরিন্ধ্রীরে তুমি ভালবাস,
সে তোমারে ভালবাসে,
নহে কেন দেখাইবে স্বামী ?

অর্জ্জুন। ইন্দ্রপ্রস্থ-সভাতলে আসিত সকলে।

উত্তরা। দেখ বৃহন্নলা,
তব শিক্ষামত
উঠিবার কালে কৃষ্ণে করি নমস্কার।
নমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে
যবে শত্রু নিল রাজ্যধন—
হলে অন্যজন, তখনি করিত রণ,
রক্তপাত রণ নাহি ভালবাসি,
বৃহন্নলা, তুমি রণ নাহি ভালবাস ?

অর্জ্জুন। বৎসে, রণ ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন।

উত্তরা। কিন্তু দেখ বৃহন্নলা,
যেতে পারি রণভূমে—
তুমি যদি রহ সাথে।

অর্জ্জুন। বালিকা, হইল তব বিরাম-সময়,
যাও তুমি রাণীর নিকটে ;
দুঃখ পান জননী তোমার
বহুক্ষণ না হেরে তোমারে।

উত্তরা। আসিব মায়েরে দেখা দিয়ে। [উত্তরার প্রস্থান।

অর্জ্জুন। জানি না দুহিতা-স্নেহ,
কিন্তু দুহিতা-অধিক মম ;
মম কঠিন হৃদয়

আর্দ্র হয় মধুভাষে তার !
অধীরা বালিকা, কভু হাসে কভু কাঁদে
মম হৃদাকাশে চাঁদে মেঘে খেলে ছবি !
কভু যেন প্রবীণা জননী সম
ভক্ষ্য বস্তু যত্নে আনে,
হেরে মোরে সন্তান সমান ;
এত দুঃখে, সুখে আছি যেন
চেয়ে চাঁদ-মুখখানি।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। শুন, শুন, সর্ব্বনাশ হয় মৎস্যদেশে,
পিতামহ-চালিত কৌরব-সেনাগণে
বেড়িয়াছে মৎস্যের গোধন—
সাগর প্লাবন আসিয়াছে অনীকিনী,
গোপরাজ্য গোধন বিহনে
ছারখার হবে ত্বরা।

অর্জ্জুন। ক্লীব-গৃহে কেন হেরি
পঞ্চ-গন্ধর্ব্ব-কামিনী,
ক্লীব হ'তে কি হবে উপায় ?

দ্রৌপদী। সংসর্গে সকলি দেখি হয়,
পাণ্ডব-আশ্রিত রাজ্য পরে লবে কাড়ি
হেন শিক্ষা মৎস্যনারী-সহবাসে !

অর্জ্জুন। ভাল, ভাল—গন্ধর্ব্ব-মহিষি,
ক্লীবে কর উত্তেজনা।

দ্রৌপদী। শত ভাই কীচকে বধিলে
সামন্ত প্রধান সবে

বলহীন সেনা যুঝে ত্রিগর্ত্ত সংহতি।
হেথা দুর্য্যোধন বেড়িল গোধন,
একজন নাহিক রক্ষক;
ভাল শাস্তি পাইল বিরাট
কূল দিয়ে অকূল পাথারে।

অর্জ্জুন। কত কহ পাঞ্চালি আমায়
হের দীর্ঘ বেণী, শঙ্খের বলয়,
আমি ধনঞ্জয় কি হেতু প্রত্যয় কর?
রাজ্যে রণ, নারীগণ-মাঝে।
কহ, ধর্ম্মরাজে লঙ্ঘিব কেমনে?

দ্রৌপদী। দুর্ব্বলে রাখিতে,
যুধিষ্ঠির চির-অনুমতি।
হে গাণ্ডীবি,
ভয়ার্ত্তেরে অভয় দানিতে,
সঙ্কোচ কি হেতু তব?

অর্জ্জুন। কিন্তু হবে প্রকাশ সকলি।

দ্রৌপদী। ফুরায়েছে দিন,
নহে ক্লীব সনে নাহি কহি কথা;
ধর্ম্ম হেতু সয়েছ অপার,
ধর্ম্ম হেতু মৎস্যরাজ্য কর ত্রাণ।

অর্জ্জুন। রাখিব গোধন আজি তোমার বচনে,
কিন্তু কেহ সমরে না ববে মোরে।

দ্রৌপদী। বরিবে উত্তর তোমা সারথি করিয়ে,
দম্ভ করি নারীমাঝে কয়,
করি রণজয় সুযোগ্য পাইলে সূত;

আমি কহিয়াছি তারে,
খাণ্ডব-দাহনে ছিলে পার্থের সারথি,
রণে যাও তারে লয়ে,
ডাকিয়াছে কুমার তোমায়
দেখ, আসিতেছে আপনি কুমার।

(উত্তর ও উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। জানি আমি বৃহন্নলা বহুদিন হ'তে
নহ তুমি সামান্য কখন' ;
প্রতারণা আর না চলিবে
শুনেছি তোমার গুণ সৈরিন্ধ্রীর মুখে,
খাণ্ডব-দাহনে ছিলে অর্জ্জুনের রথে।

উত্তর। এ হেন নৈপুণ্য তব
কে জানিত আগে,
অশ্ববিদ্যা-দক্ষ তুমি মাতলি সমান ;
হে ধীমান্, আইস সাথে,
পরাজিব কৌরবে সমরে একরথে,
সাহায্যে তোমার।
কৌরবের মতিচ্ছন্ন হ'ল এত দিনে,
আমারে না জানে, গোধন হরণে
আইল শমনে দিতে কোল।

অর্জ্জুন। হে কুমার,
প্রত্যয় না কর কভু সৈরিন্ধ্রী বচন
ক্ষুদ্রজন, বসি অন্তঃপুরে
সমর না হেরি কভু ;
সৈরিন্ধ্রীর রীতি হেন মত

নানা মনোমত কথা, কহে জনে জনে,
বাক্যে তার জীবন সংহার
কি কারণ করহ কুমার মম ?
জানি মাত্র অশ্ব-সঞ্চালন,
ভ্রমিতাম দ্রৌপদীরে লয়ে।

উত্তর। বৃহন্নলা,
ভাণ্ডাইতে না পারিবে আর,
জানে সকলি তোমার
সুলক্ষণা সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী ;
সব কথা জান তুমি তার,
বলে দেছে কি হবে লুকালে ?
রবে মাত্র অশ্ব রজ্জু ধরি,
কুরুকুল সংহারিব মুহূর্ত্তেকে
নাহি হবে ক্রীড়া-ভ্রমণের শ্রম।

অর্জ্জুন। চিরদিন সৈরিন্ধ্রী আমার অরি।

উত্তর। মমাশ্রয়ে নাহি কিছু ভয়।

অর্জ্জুন। ভয় ?
হে কুমার, অন্য বিদ্যা জানি কিছু কিছু,
কিন্তু 'ভয়' শব্দে গুরুর নিষেধ মম।
শুন শুন রাজপুত্র, প্রতিজ্ঞা আমার,
অরি যদি হয় যমোপম,
না ফিরি কখন' সংগ্রাম না করি জয় ;
আসিয়াছে ভীষ্ম মহাশয়,
সপুত্র আচার্য্য ধনুর্ব্বেদ,
রাম শিষ্য কর্ণ মহাশূর,

জনে জনে দণ্ডধর ডরে,
কি জানি সমরে যদি চাহ ফিরিবারে।

উত্তর। বৃহন্নলা, হেন কথা কহ?
বল তুমি দেখনি আমার?
আইসে যদি অর্জ্জুন তোমার,
এক বাণে না ধরিবে টান;
কিন্তু ধন্য ধন্য প্রতিজ্ঞা তোমার
সারথির যোগ্য তুমি মম,
আমি তব উপযুক্ত রথী!
চিরদিন মম এই পণ,
না ফিরিব রণ না জিনিয়া;
কার্ম্মুক ধরিব,
শরজালে গগন ছাইব,
ফিরিবে না পদাতিক এক।

অর্জ্জুন। কত পুণ্যফলে পাইলাম হেন রথী,
যাই আমি রথ-সজ্জা হেতু
সুসজ্জিত হও শীঘ্র নৃপতি-তনয়।

উত্তরা। শুন বৃহন্নলা,
নানা বর্ণ উষ্ণীষ শোভিত কুরুদল,
শুনিলাম দূত মুখে,—
এন সে সকল, পুত্তলী খেলিব।

অর্জ্জুন। ভাল, ভ্রাতা তব জিনিলে সমর,
এনে দিব উষ্ণীষ তোমারে।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। বৃহন্নলা,

শুনেছি তোমার গুণ সৈরিন্ধ্রীর মুখে,—
মিথ্যা কভু সৈরিন্ধ্রী না কহে ;
সঁপিয়াছি কুমারীরে,
সঁপি আজি বালক কুমারে,
দেখ যেন ফিরে পাই নয়নের নিধি।

অর্জ্জুন। দেবি, সাধ্যমত না হইবে ত্রুটি।

সুদেষ্ণা। অসাধ্য তোমার কিছু নহে ত্রিসংসারে।

দ্রৌপদী। রাণি, নাহি কিছু ভয়,
করি রণজয় ফিরিবে কুমার তব।

উত্তর। মাতা, প্রণাম চরণে,
আসি আমি উত্তরা ভগিনি,
শুভক্ষণে সৈরিন্ধ্রী আইল পুরে—
চল যাই বৃহন্নলা।

[উত্তর ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

উত্তর। মা গো, হবে কত পুত্তলীর বাস!

সুদেষ্ণা। আনন্দের দিন আজি নহে রে উত্তরা।

উত্তরা। মাতা, উতলা না হও তুমি,
গিয়াছেন গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
সমরে পিতার সনে,
দাদা যাবে বৃহন্নলা সনে,
শত্রু কি করিবে মাতা?

সুদেষ্ণা। হায়, এ সময় কোথা শত ভ্রাতা মোর!

[সুদেষ্ণার প্রস্থান।

উত্তরা। সৈরিন্ধ্রী, দুঃখ না ভাবিও মনে।
ভ্রাতৃ-শোকে কাঁদিল জননী,

কহ মোরে সমরে কি আছে ভয় ?
পিতা সনে গেছে তব স্বামিগণ।

দ্রৌপদী। রণজয় মুহূর্ত্তে হইবে বালা।

উত্তরা। কৃষ্ণ নিন্দা মাতুল করিত,
সেই হেতু গন্ধর্ব্ব মারিল
বলিয়াছে বৃহন্নলা।

দ্রৌপদী। কার্য্যে যাই, নাহি কিছু ভয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

(দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ)

দুর্য্যোধন। দেখ, ধ্বজা হেরি দূরে
কেহ বুঝি চর্চ্চিতে আইল ঠাট ;
বহুদূরে—বিন্ধিতে পারিবে সখা ?

কর্ণ। আসিয়াছে কটক দেখিতে সখা,
রথ বটে করেছি নির্ণয়।

দুর্য্যোধন। আসে চ'লে তারা সম—
অস্ত্র লক্ষ্য নিমিষে হইবে।

কর্ণ। হাঃ হাঃ, রথ বেগে পড়িয়াছে রথী
ওহো, পড়ে গেল সুদক্ষ সারথি
না—না, সারথি নিপুণ—

অশ্বগণের না চলে চরণ,
দেখ—দেখ উভরড়ে রথীন্দ্র পালায়।

দুর্য্যোধন। এ কি নারী প্রায়
পাছে ধায়—দীর্ঘ বেণী নড়ে।

কৃপ। পীন বাহু আজানুলম্বিত
যেন ভুজঙ্গ ধাইছে
বাসুকি দর্শন হেতু;
দীর্ঘকায় রমণী না হয় জ্ঞান
হেরি মাত্র নারীর বসন
যেন ভস্ম আচ্ছাদনে ত্রিপুরারি।

দ্রোণ। কহ কিছু করিলে নির্ণয়
জ্বলন্ত পাবক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে কেহ।

কর্ণ। হাঃ হাঃ, হে আচার্য্য,
কত দিন নারী বিদ্যা দিয়েছ অর্জ্জুনে?
উত্তম সন্ধান, মম অস্ত্রে পাবে পরিত্রাণ।

দ্রোণ। মুরহর চক্রধর সম—
ধায়, সিংহ যেন যায়,
ভীম-কায় বিপক্ষ তপন,
কৌরব সম্মুখে আনি রথ রাখে
হেন প্রাণ ধরে কেবা?
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্তে চক্রপাণি,
পাণ্ডব ফাল্গুনী বিনা।
কর কি নির্ণয়
নারী-করে চলে হেন হয়?

উল্কা ছোটে মেদিনী মর্দ্দিয়ে।

কর্ণ। হে আচার্য্য,
বৃদ্ধকালে দৃষ্টি বড় খর,
রাশ রজ্জু না মানিল হয়
ছুটিল পবন-বেগে,
রথী লম্ফ দিল ভয়ে।
মহাবীর করিয়াছে স্থির
অশ্বযুক্ত যান না চড়িবে
যদ্যপি অর্জ্জুন, ধন্য গুণ,
সংযত করেছে রথ,
ছোটে বায়ুবৎ,
পার্থ মহারথ পলায়ন সুনিপুণ!

দুর্য্যোধন। চল সখা,
গুরু-শিষ্যে হোক আলিঙ্গন।
হে আচার্য্য,
স্বপনে কি দেখ নিত্য অর্জ্জুন তোমার?
দেব নরে গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
তিন পুরে হেন শক্তি কেবা ধরে,
একা আসে কৌরব-সমরে?
সৈন্য হেরি রথী পলাইল,
সারথি চলিল পাছে,—
আচার্য্যের কোলে অর্জ্জুন ধাইয়ে এল!

দ্রোণ। দুর্য্যোধন, শুনহ বচন,
পলাইলে পলাইত রথে।
আচার্য্য সবার,

যুদ্ধে মম আছে অধিকার,
প্রাণ তুল্য তুমি,
স্নেহ হেতু কহি আমি,
বেশধারী আপনি করিবে রণ।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। দেখেছ কি আচার্য্য প্রবীণ,
যুদ্ধের লক্ষণ সব,
পলাইত রথা, সারথি ফিরায় ধরি।

দ্রোণ। হে গাঙ্গেয়, চিনিলে কি অঙ্গনা-সারথি ?

ভীষ্ম। মহাবীর্য্য হয় অনুমান,
যে হয়, সে হয়
বাক্যব্যয় হেথা অকারণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরের অপর পার্শ্ব

অর্জ্জুন ও উত্তর

অর্জ্জুন। (স্বগত) এ বর্ব্বরে কেমনে চেতন করি—
(প্রকাশ্যে) হে কুমার, নাহি ভয়।

উত্তর। বৃহন্নলা, ধরি পায় বধো না আমায় !

অর্জ্জুন। আইস রথে।

উত্তর। হুঁ চালাইবে সাগর-মাঝারে,
সমুদ্র নিশ্চয়,—

মধুপানে মত্ত, নার করিতে নির্ণয়—
সকর্ণে শুনেছি সিন্ধুনাদ।

অর্জ্জুন। মূর্চ্ছা যাও ঘন ঘন,
কোন কথা নাহি শুন কানে।
উপমায় সাগর সমান,
নহে ইহা জলনিধি।
ধবল আকার—
দেখ দেখ গোধন তোমার,
পতাকায় সাগর-লহরী;
পালে পাল মাতঙ্গ বিশাল—
জলপোত সম হের,
গর্জ্জে সৈন্য সমুদ্রের সম।

উত্তর। সৈন্য যদি, কে করিবে রণ?

অর্জ্জুন। রাখ পণ, উঠ রথে, ধর ধনুর্ব্বাণ,
ক্ষত্রিয়-সন্তান রণে পৃষ্ঠ নাহি দেহ,
পলাইলে কলঙ্ক দুঃসহ—
ভীরু প্রাণ রাখি কিবা ফল?

উত্তর। ক্লীব তুমি,
কি জানিবে জীবনের ফলাফল।
নাহি জানি কত মধু করিয়াছ পান,
সাহসে এ স্থানে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে!

অর্জ্জুন। রাজপুত্র, মদ্যপায়ী নাহি কহ।

উত্তর। মদ্যপায়ী অধিক আচার,
বৃহন্নলা ছিলে ভাল,
এ মত্ততা কি হেতু জন্মিল?

অর্জ্জুন। না ভাবিস্ তোর মত প্রতিজ্ঞা আমার,
শত্রু হেরি পলাব শিবার প্রায় ;
অযশের তোর নাহি ডর,
হের কর ধনুর আবাস ভূমি ;
ত্যজ ত্রাস, আপনি যুঝিব
পরাজিত কৌরব দুর্জ্জয় ;
মমাশ্রয়ে যমে তোর নাহি ভয়।
খাণ্ডব দাহনে, কালকেয় রণে
অস্ত্র লেখা হের গায়।

উত্তর। তেজঃপুঞ্জ মহাকায় ;
কহ তুমি পুরুষ কি নারী
কিংবা দেবপুত্র ছদ্মবেশ ধারী
হেরে প্রাণ শিহরে আমার !

অর্জ্জুন। এস এস বিলম্ব না কর
যাবে কুরু গোধন লইয়ে।
অশ্বরজ্জু ধর মোর রথে
রথী হয়ে আপনি যুঝিব,
উঠ দীর্ঘ শমী বৃক্ষ পরে
অস্ত্র ধনু আন নামাইয়ে।

উত্তর। কহি যদি ক্রোধ হবে তব।
শব বাঁধা ধনু আছে কোথা ইথে ?
ডরে কেহ নাহি আসে মূলে
জানি মাতৃদেহ কার
ফিরে আসি করিবে সৎকার
পিশাচের শব পৈশাচিক আচরণ সব

মাতৃদেহ শুকায় তরুর শিরে ;
শঙ্কায় ধাইনু উর্দ্ধশ্বাসে
নহে কার প্রাণে আইসে হেথা !

অর্জ্জুন। হের তরু স্পর্শি আমি,
শব বলি বলিল যে জন,
বলিয়াছে কপট বচন,
ধনুঃ অস্ত্রগণ আছে বাস-আচ্ছাদনে।

উত্তর। মন্ত্রমুগ্ধ সম বুঝিতে না পারি কিছু।

অর্জ্জুন। রাজপুত্র, বিলম্বে অনিষ্ট বাড়ে

(উত্তরের বৃক্ষারোহণ)

ঘুরে ফিরে কুরুসৈন্য নড়ে,
চিনেছে কি ক্লীববেশে ?
রচিছে ময়ূরব্যূহ
দুই পক্ষ গোধন রাখিবে ;
মৎস্যরথে যুদ্ধ না চলিবে,
মায়া রথ করিব স্মরণ,
রণবেশে দিব হানা।

উত্তর। গেল প্রাণ, এ কি বৃহন্নলা,
সর্পময়মণি শিরে জ্বলে !

অর্জ্জুন। চিন অস্ত্র ক্ষত্রিয়-কুমার,
অস্ত্র অগ্নি জ্বলে মণি সম।

উত্তর। এ কি ! এ কি ! অপূর্ব্ব কার্ম্মুক,
কার এই পঞ্চধনুঃ ?
ছয় পূর্ণ তূণ কহ কার ?
কার গদা যমদণ্ড সম,

কোন্ মহাজন করে হেন শঙ্খধ্বনি,
পঞ্চশঙ্খ তুলনা না দেখি যার ?

অর্জ্জুন। দেখ—দেখ বিরাট কুমার,
বিদ্যুৎ আকার,
হংসচিত্র ধনুঃ মনোহর,
শোভা করে ধর্ম্মরাজ করে,
দ্রোণাচার্য্য গুরু দিল দান।
রিপু কুলান্তক হের ধনুঃ
সুপার্শ্বক নাম,
চালে রণে বীর বৃকোদর,
কাড়ি নিল জয়দ্রথ জিনি।
হের ধনুঃ ব্যাঘ্র বিভূষিত,
ভাগিনারে শল্যরাজ দিল দান,
নকুল আকর্ষে রণে।
শিখী চিহ্ন ধনুঃ মনোহর,
দিল চক্রধর
সহদেব করে শোভে।
নীলোৎপল নিভ ধনুক গাণ্ডীব,
ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর
ধরে পরে পুরন্দর, নিশাকর,
চৌষট্টি বৎসর প্রভাকর আকর্ষিল,
পরে ধনুঃ বরুণ ধরিল,
অগ্নি মোরে দিল
দেবের নির্ম্মাণ দেবমূর্ত্তি শরাসন,
সুরাসুর নরে টঙ্কার বিদিত যার।

হের গদাবর লোকহর দণ্ড সম,
ধরে করে বীর বৃকোদর
দুষ্কর সমর প্রিয়।
আন যুগ্মতূণ গাণ্ডীব সহিত,
অস্ত্র যাহে ভুজঙ্গ বিবরে যথা,
আন দেবদত্ত স্তব্ধ অরি মহাশব্দে যার
কূর্ম্মাকার শঙ্খ মনোহর—
আজি পুনঃ নিনাদিবে রণে।
এস ত্বরা—
রাজ্যমুখে যায় কুরু গরু লয়ে তোর,
হের দোলে ধ্বজা অশ্ব সঞ্চালনে
হাম্বা রবে গগন ভেদিছে।

উত্তর। কহ শুনি, বৃহন্নলা অদ্ভুত কথন,
রাখি অস্ত্র ধনুঃ
কোথা গেল পাণ্ডুপুত্রগণে
সমাচার কেমনে জানিলে তুমি ?

অর্জ্জুন। শুন বিরাট নন্দন
তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন আমার নাম।

উত্তর। অসম্ভব,
এ কি কভু হয়—না হয় প্রত্যয় ;
বৃহন্নলা, নাহি কর ছলা,
দশ নাম ধরেন অর্জ্জুন
তুমি যদি সেই মহাজন,
কহ মোরে কিবা দশ নাম ?

অর্জ্জুন। ধনঞ্জয়, ফাল্গুনী, অর্জ্জুন,

শ্বেতবাহন, বিজয়,
কিরীটী, বীভৎসু, সব্যসাচী,
কৃষ্ণ, জিষ্ণু বলি কহে।

উত্তর। তুমি ধনঞ্জয় না হয় প্রত্যয়,
ছিলে পাণ্ডব আলয়,
সেই হেতু জান নাম;
জান কি প্রমাণ কিবা নাম কি কারণে?

অর্জ্জুন। ধনঞ্জয় কুবের জিনিয়া
শিব পূজা নিয়ে
দ্বন্দ্বে মাতা গান্ধারীর সনে,
মহাদেব বিবাদ ভাঙ্গিল;
উভয়ে কহিল,
'কালি প্রাতে যেবা অগ্রে পূজিবে আমায়—
সহস্রেক স্বর্ণ চাঁপায়
মাণিক কেশর তায়,
গন্ধপূর্ণ বায়,
মম পূজা তারি অধিকার।'
দুর্য্যোধন ডাকি শিল্পিগণ
গঠিতে কহিল সবে;
মাতা বিষাদিনী,
সাধ্যাতীত জানি, না কহিল পুত্রগণে।
বিষণ্ণ হেরিয়ে
মিনতি করিয়ে জিজ্ঞাসিনু জননীরে,
শুনি সমাচার,
হয়ে আগুসার ভেদিনু কুবেরপুরী,—

ত্রিপুরারি শিরে
ঝরিল সত্বর সুবর্ণ-চম্পক রাশি,
বেগভরে গঙ্গা যথা।
জননী হর্ষিতা, শিব বর দিলা মায়ে।
নাম ধনঞ্জয় সেই হেতু।

উত্তর। ধন্য মহাশয়, ঘুচাও সংশয়,
কহ অন্য নাম-বিবরণ।

অর্জ্জুন। ফাল্গুনী নক্ষত্রে আইনু কর্ম্মক্ষেত্রে
ফাল্গুনী বলিয়া ঘোষে;
সম রূপ গুণ সে হেতু অর্জ্জুন;
রথের বাহন— শ্বেত তুরঙ্গম
সেই শ্বেতবাহন প্রচার;
সর্ব্বত্র বিজয়, তিন লোক কয়
বিজয় এ হেতু মোরে;
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর কিরীটী প্রখর,
ঝলসে ললাটদেশে,
সে কারণ কিরীটী সর্ব্বত্র জানে;
কেবা মম সম তুলনায়,
যদুবীর কহিল আমায়,
করিবারে অন্বেষণ,—
পুরীষ লইয়ে কৃষ্ণে কহি গিয়ে,
হীন মানি আপনারে,
তুলনায় সম এই মম,
স্নেহে নাম বীভৎসু রাখিল হরি;
দুই করে সম শরাশন,

শর সংযোজন সম মম,
সমান সন্ধান,
সে কারণ সব্যসাচী নাম লোকে ;
মম কৃষ্ণকায়—কৃষ্ণ নাম তায়
জনক আমারে দিল ;
বজ্রপাণি ত্রিভুবন জিনি
স্থাপিলেন অধিকার,
জিষ্ণু নাম তাঁর দিল দেবগণে মিলি—
খাণ্ডব-সমরে জিনি পুরন্দরে,
জিষ্ণু নামে ডাকিলেন দেবরাজ।

উত্তর। যদি তুমি পূজ্য ত্রিভুবন,
কুন্তীর নন্দন, একা কি কারণ ?
কোথা অন্য ভ্রাতাগণ তব ?
পাণ্ডবঘরণী দ্রুপদনন্দিনী কোথা ?

অর্জ্জুন। রাজার সভায়
কঙ্কনামে ধর্ম্ম নররায় ;
বিগ্রহে শমন, বল্লভ ব্রাহ্মণ
বৃকোদর ভীম বাহু ;
গ্রন্থিক—নকুল
সহদেব—তন্ত্রীপাল,
পাঞ্চালী—সৈরিন্ধ্রী বেশে—
অতিবাহে অজ্ঞাত সময়।

উত্তর। মতিমান্ অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ।
কত পুণ্য করিলেন পিতা মম,
হেন উচ্চ সমাগম

সে কারণ মৎস্যদেশে।

অর্জ্জুন। চল শীঘ্র বিরাট তনয়,
হের শ্বেত হয়
মায়া-রথ চিন্তায় উদয় আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

ভীষ্ম, দুর্য্যোধন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা

কর্ণ। জিজ্ঞাসহ কৌরব প্রধান,
মতিমান্ আচর্য্যেরে
কোথা গেল ধনঞ্জয় ?

দুর্য্যোধন। সুশর্ম্মার বার্ত্তা লয়ে কেহ না আইল।

দ্রোণাচার্য্য। শুন শুন কঠোর নিস্বন
শত বজ্র যেন গাজে,
গগন বিদার গাণ্ডীব ঝঙ্কার,
শুন শুন, মুহুর্ম্মুহুঃ
শীঘ্র কর উপায় সকলে।
হে গাঙ্গেয়,
কপিধ্বজ পার্থ আসে রণে,
জীবকুল ক্ষয় লক্ষণ-নিচয়,
মহাভয়ে মাতঙ্গ তুরঙ্গ কাঁপে,
অস্ত্র ম্লানআভা, সূর্য্য হীন প্রভা,

ঘন ঘন উল্কা খসে ;
শিবা ঘোর রোলে আসে পালে পালে,
শুষ্ক বায়ু, শকুনি গৃধিনী উড়ে,
ভয়ে সর্ব্বসৈন্য বদন বিবর্ণ,
কণ্টকিত কলেবর ;
হও ত্বরান্বিত, করহ বিহিত
রাজারে রাখিতে সবে।

কর্ণ। হের সৈন্য নিরুৎসাহ গুরুর বচনে ;
কহ সখা,
কি কারণে ব্রাহ্মণে সমরে আন ?

দুর্য্যোধন। শব্দ শুনি আচার্য্যের হয় মোহ
পাণ্ডুপুত্রে স্নেহ অতিশয়,
ধনঞ্জয় শয়নে স্বপনে তাঁর।
কে আসে না গণি,
না জানি না শুনি
শব্দে মাত্র হৃৎকম্প তাঁর !
যুক্তি নহে আর এ স্থানে রহিতে পুনঃ।
বাধে যদি রণ,
মোরা সবে করিব বিহিত।

কর্ণ। সখা, অর্জ্জুনের ভার মম প্রতি,
এ হেন দুর্ম্মতি বুঝিবা না হবে তার।
আগুসার সম্মুখে আমার
পার্থে না সম্ভবে কভু,
জানে বল,
জ্বলন্ত অনল হেরি কেন ঝম্প দিবে।

পিতা পুত্রে রহুন কুশলে,
যান দেশে চলে,
রণস্থলে ভিক্ষুকের কাজ কিবা ?

কৃপাচার্য্য। হে দুর্জ্জন, রাধার নন্দন,
এত তোর অহঙ্কার ;
কটূত্তর কর বার বার ;
দ্রোণাচার্য্যে নাহি গণ ?

কর্ণ। শঙ্কায় কম্পিত অঙ্গ তব,
ক্ষমিলাম দরিদ্র ব্রাহ্মণ ;
পুনঃ ভাষা বুঝিয়ে কহিবে।

অশ্বত্থামা। রে পামর, ক্ষুদ্র নীচ সুত,
কাক-মন্ত্রী তুই যে সভায়,
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ না শোভে তায়
আরে হেয় রাধেয় কহ রে—
কভু কি রে
জিনেছ সমরে পাণ্ডব কাহারে—
অর্জ্জুনে জিনিতে চাহ ?
কহ সত্য
কোন্ অস্ত্র বলে রাজ্য কাড়ি নিলে
সভাতলে আনিলে দ্রুপদ বালা ?
লজ্জাহীন আরে রে দুর্জ্জন
কুবচন কহ দ্রোণ কৃপে—
পূজে যারে ভীষ্ম মহামতি।
কৌরব ঈশ্বর নহে কথা অবিদিত—
আচার্য্যের পার্থ প্রতি স্নেহ ;

কর্ণ বাক্যে দুর্ম্মতি ঘটিল
নিন্দিলে জনকে মম।
এখনি বুঝিবে সখার বিক্রম তব।
যথা মন্ত্রী রাধার নন্দন—
মোরা সবে না রহিব আর।

কর্ণ। ত্যজ স্থান, বিলম্ব না কর—
হীন সঙ্গে হয় হীন মতি—
ভীরুজন উৎসাহ নির্ব্বাণ হেতু।

দ্রোণাচার্য্য। প্রতিফল এখনি পাইবে।

(গমনোদ্যত)

ভীষ্ম। মতিমান্ ক্ষমা কর মোরে,
দুর্য্যোধনে দিয়ে যাও কারে—
ইন্দ্র সম আসে অরি!
আরে আরে আচার্য্যে নিন্দিলি—
না চিনিলি নিজ হিত;
চাহ যদি আপন কল্যাণ—
শান্ত কর আচার্য্যেরে বিনয় বচনে।

দুর্য্যোধন। গুরুদেব, জ্বলে দেহ পাণ্ডব স্মরণে
সে কারণে ক্রোধে কটু এল মুখে,
আশ্রিতে না ত্যজিতে উচিত।

দ্রোণাচার্য্য। বৎস, অধিক না কহ আর,
ভীষ্ম বাক্যে ক্রোধ হৈল উপশম।

দুর্য্যোধন। কৃপ মহাশয়, আচার্য্য তনয়
ক্ষম দোঁহে—আসন্ন সমর।

কৃপাচার্য্য। চিন্তা ত্যজ নৃপবর,

সবে মিলি করিব সমর।
নিবারিব ফাল্গুনীরে।

অশ্বথামা। প্রাণপণে সমর করিব কুরুরাজ।

দুর্য্যোধন। সখা ভার তব না হও বিস্মৃত,
কহ পিতামহ।
অজ্ঞাত বৎসর হইল কি অতিক্রম?
ভাবিলাম মরিল পাণ্ডব,
দূতগণ না পাইল ত্রিভুবন খুঁজি।

ভীষ্ম। অজ্ঞাত সময় হইয়াছে বহির্গত।
অঙ্গরাজ, রহ ব্যূহমুখে,
কৃপাচার্য্য, আচার্য্য—দক্ষিণে বামে,
পৃষ্ঠে রহ দ্রোণী ধনুর্দ্ধর,
শত ভাই অগ্রে রহ মোর,—
রক্ষা হেতু আমি রহি পাছে;
অর্দ্ধ সৈন্য রহুক বেড়িয়া গাভীগণে
হের দীপ্তি মধ্যাহ্ন-মিহির—
ঝলসিছে মায়ারথ দূরে!
পূর্ব্বমুখে ধাইছে পবন-বেগে।
ধেনু মুক্ত করিবে এখনি;
আগুবাড়ি চল দিব রণ;
হের অস্ত্র বিবিধ-বরণ,
ঢাকিল গগনে রবি।
আগুবাড় সৈন্যের রক্ষণে—
বাহিরিল গোধন অপার,
দ্রুতগতি চল রণে। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রান্তরের অপরপার্শ্ব

উত্তর ও অর্জ্জুন

উত্তর। কভু কর্ণে নাহি শুনি,
এ হেন কাহিনী, প্রত্যক্ষ দেখিনু যাহা।
ধন্য শিক্ষা, ধন্য বীরবর,
এ হেন সমর ভুবনে সম্ভবে কারে,—
গাণ্ডীব-নিস্বন, অস্ত্র-প্রস্রবণ,—
অদ্ভুত কথন।
রথধ্বজ গর্জ্জে মুহুর্ম্মুহুঃ।
রথের ঘর্ঘরে অনল ঠিকরে,
জন্মে মতিভ্রম তুরঙ্গম-হ্রেষারবে,
উজ্জ্বল করাল কিবা অস্ত্রজাল,—
দশদিক্ মুহূর্ত্তে ব্যাপিল—
যেন এককালে গগনমণ্ডলে
খসিল তারকা-ধারা অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ
উজলিয়া অমানিশা!
চতুরঙ্গ বাহিনী পড়িল।
মতিমান,
অদ্ভুত সন্ধান, না স্পর্শিল গোধনেরে।
যেন বাহি গোবর্দ্ধন সলিল ভীষণ
মহাবেগে উথলি পড়িল,—
চারিদিকে প্লাবন ধাইল,

ভাসাইল নগর কানন গ্রাম,—
বারিবিন্দু না ঝরিল বৃন্দাবনে!
কিম্বা যথা লঙ্কার দাহনে—
পুড়িল কনকপুরী,—
মধ্যে অশোক-কানন,
না স্পর্শিল হুতাশন।

অর্জ্জুন। কি দেখিলে, কি হ'ল সমর—
দূরে কুরুগণে
কি কারণে অস্ত্র নাহি হানে?
জনে জনে কালান্তক সম,
করিলে সংগ্রাম, অস্ত্র অবিরাম,
প্রসবিবে বীর ধনু;
কোটি কোটি শঙ্খ নিনাদিবে,
গরজিবে রণোল্লাসে তুরঙ্গম,
বারণ সঘনে আরাবে পূরাবে দিক,
রথের ঘর্ঘর দিগ্‌দিগন্তর,
কাঁপাইবে সঞ্চালনে,
ধনুক-টঙ্কার, অস্ত্রের ঝঙ্কার,
লক্ষ লক্ষ হয়ে যাবে;
হের বেড়িয়ে আমায় বীরবৃন্দ ধায়,
মহাকায় সাগর-উচ্ছ্বাস যথা—
অস্ত্র-ভেলা করিব নির্ম্মাণ,
নিবারিব এ বীর প্লাবনে।

উত্তর। কহ মহামতি, কোন্ কোন্ রথী
প্রবেশে এ মহাহবে?

দেহ পরিচয়, ঘুচুক সংশয়—
সৈন্যময় মাত্র হেরি।
বুঝিতে না পারি কিবা সমাবেশে—
বেড়ে অরি চারি পাশে।

অর্জ্জুন। অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ, অমর-সমূহ
নিবারিতে যাহা নারে ;
উজ্জ্বলবরণ রত্ন-বেদি-শোভিত কেতন,
রক্ত হয় রথখান বয়,
তাহে হের ধনুর্ব্বেদ আচার্য্য প্রধান,
দ্রোণ মতিমান্,—
লক্ষ্য যার অশক্য সংসারে,—
বাহিনী দক্ষিণভাগ রক্ষিত তাঁহার।
বামে কৃপ, স্বর্ণদণ্ড ধ্বজে,
শীঘ্রহস্ত বীরকুল পূজে
বিক্রমে কেশরী—
অরিবৃন্দ নিরানন্দ যারে হেরি।
সিংহ পুচ্ছ শোভিত পতাকা,
উল্কা যেন জ্বলে নভস্থলে,
অশ্বথামা মৃত্যুপতি-ত্রাস
অশ্বরবে জন্মিয়া হ্রেষিল,
ভুবন কাঁপিল ডরে অমর সংসারে,
আসে রণে পিতার দক্ষিণে,—
জ্বলন্ত অনল,
ব্রহ্ম শির সদা করতল,
রিপু ভস্ম তৃণ হেন যাহে।

হের সুবর্ণ-কুঞ্জর,—
বিশোভিত কেতু মনোহর,
বিপক্ষের কেতু শূর,
কর্ণ নাম, রাধার নন্দন—
সুরাসুরে বিদিত বিক্রম
শিষ্য স্নেহে জামদগ্ন্য রাম
মহা অস্ত্র দিল যারে,
মহা দম্ভভরে
আগে আগে আসিছে সমরে
মম সনে সদা বাঞ্ছে রণ—
ভানুমতি স্বয়ম্বরে লক্ষ রাজা যারে
ডরে নাহি নিরখিল।
ধবল কুঞ্জর
মণি মুক্তা শোভিত পতাকা
শ্বেতচ্ছত্র বেষ্টিত চৌদিকে,
ঐ রথে রাজা দুর্য্যোধন ;
মহামানী মহাবল ধরে,
বৃকোদরে আহ্বানে সমরে,
গদা করে বজ্রধরে নাহি গণে।
পশ্চাতে তাহার দেব-অবতার
ভরতবংশের চূড়া
পঞ্চতাল বিভূষিত ধ্বজা
ভীষ্ম মহাতেজা
ইচ্ছামৃত্যু পৃষ্ঠ নাহি দেয় রণে—
অসম্ভব লোকে ক্ষত্রকুলান্তকে

পরাজিল অবহেলে
কুরু সৈন্যাধ্যক্ষ,
বিপক্ষ বিচ্ছিন্ন যেই নামে
কর্ণের সম্মুখে ;
বীর অহঙ্কার,
দর্প চূর্ণ তার,
করিব প্রখর শরে।

উত্তর। জয় মৎস্যদেশ,
অর্জ্জুন সহায় যার।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রবেশ

ভীষ্ম। দেখ দূরে আচার্য্য প্রবীণ,
দ্বাদশ মিহির দীপিছে কিরীটী ভালে।
কর্ণ আক্রমণে পবন গমনে
ধাইছে ধবল বাজী,
চাল অশ্বগণ, দীপ্ত হুতাশন
ভস্ম হবে অঙ্গপতি ;
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর,
নাহি রহ স্থির, অসংখ্য মিহির,
মহা অস্ত্র আবির্ভাব রণে।

দুই পাশে কর আক্রমণ
রাধার নন্দন
অসহায় বারিতে নারিবে।

দুর্য্যোধন। সাধু সখা, কি শিক্ষা তোমার,
কোথা রবি আর আঁধার ভুবন ব্যাপী!

ভীষ্ম। উপেক্ষি জীবন কর রণ
মহাশর অর্জ্জুনের করে
অশনি উগারে ঘন।

[দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। এ কি মূর্চ্ছাগত সারথি ফিরায় রথ।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। এই স্থানে রহ দুর্য্যোধন,
হবে মহা ভীষণ সংগ্রাম,
বাক্য মম না কর হেলন,
দীপ্ত হুতাশন অর্জ্জুন সমরে হেরি!
হের শরানলে ভাঙ্গিল বাহিনী,
মহারথিগণে
প্রাণপণে রাখিতে না পারে ঠাট,
ফাল্গুনীরে ফিরাব এখনি।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। শুন দুঃশাসন, কি ছার জীবন—
একা রথে জিনে সবে;
রথিগণ পাণ্ডবে উপেক্ষি বুঝে,

নিজ কার্য্য আপনি সাধিব,
গদাঘাতে পাড়িব অর্জ্জুনে।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

(দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। শুন পুত্র, কোথা দুর্য্যোধন,
মায়ারথ ছোটে চারিভিতে,
পাইলে রাজারে বাঁধিয়ে তুলিবে রথে।

অশ্বত্থামা। পিতা, হের রণে ধায় দুর্য্যোধন।

দ্রোণাচার্য্য। চল পুত্র রাজার রক্ষণে
মুহূর্ত্তেকে প্রমাদ পড়িবে।

[দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।

(অর্জ্জুন ও উত্তরের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। শুন শুন বিরাট নন্দন,
এই স্থানে ছিল দুর্য্যোধন,
ধন্য সৈন্য চালে পিতামহ,
না পাইনু কুরু-কুলাঙ্গারে!
হের দূরে শ্বেতছত্র ধবলকুঞ্জর,
অতি দ্রুত চালাও উত্তর,
নাগপাশে বাঁধিব বংশের পশু।

উত্তর। অবধান কর বীর্য্যবান্;
মস্তিষ্ক বিকল, অঙ্গে নাহি বল,
চালাইতে অশ্বগণে আর!
অনিবার গাণ্ডীব ঝঙ্কার

পূর্ব্বমূর্ত্তি নাহি তব আর,—
রক্ত আঁখি দ্বাদশ ভাস্কব খসে,
কর্ণের কুণ্ডল বিষম উজ্জ্বল,
ঝলে ভালে কিরীট মহান্
দক্ষযজ্ঞকালে
মহাবহ্নি দীপ্তি যথা ধূর্জ্জটির ভালে !
অনুক্ষণ প্রচণ্ড মণ্ডল ধনু,
বিষম হুঙ্কারে উগারে অস্ত্রের ধারা,
যেন কোটি কোটি অশনি জড়িত,
বিদারিত ইরম্মদ-তেজে
অরি-পরে ঝবে অবিরাম !
মহামার কবন্ধ নাচিছে,
রুধিরে ভাসিছে ধরা,
রথধ্বজে বিকট চীৎকার,
কভু ঘোর অন্ধকাব,
মধ্যে মধ্যে শঙ্খের ঝঙ্কার,
মহীধর-শির খসে যাহে ;
কভু ব্রহ্মমূর্ত্তি নিরখি গগন ধব,
নাহি আর আর্ত্তনাদ বিনা।

অর্জ্জুন। রে উত্তর,
কি সমর দেখিয়ে শুকালি।
দেখ্ দেখ্ ভুবনবিজয়ী সেনা,
পুনঃ পুনঃ বেড়িবে চৌদিকে
জীয়স্তে না সমর ত্যজিবে ;
নাহি ভয় ক্ষত্রিয় তনয়,

সম্মুখীন বিপক্ষ-বিগ্রহে,—
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব
দেখাইব বল তার।
শিক্ষা মম কৌরব বুঝিবে,—
রণে রক্তে তরঙ্গ বহিবে,
অশ্ব-করী ভাসিবে বিমানে,
করিব সন্ধান—লোমে লোমে প্রহারিব বাণ,
মহাসৈন্য অক্ষত না রবে কেহ ;
যে অস্ত্র-প্রভাবে, খাণ্ডব-আহবে,
পাশদণ্ড কুলিশ ফিরিল,
পৃষ্ঠ দিল গরুড় সমরে,
দেব নর গন্ধর্ব্ব দানব
যক্ষ রক্ষদিক্‌পালগণে,
যেই অস্ত্র কৃপায় দানিল,
কালকেয় পুড়িল যে শরানলে ;
হের তূণে আছে থরে থরে,
দেখি কেবা সংগ্রামে রহিবে স্থির ;
পদে ধরি রাখিব তোমারে,
চাল অশ্ব অভয়-হৃদয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শকুনির প্রবেশ)

শকুনি। নাহি পল নিশ্বাস ফেলিতে,
ওহো,
হেথা অস্ত্র আসে চ'লে—

বাপ্ বাপ্ ফিরি পাকে পাক,
ত্রাহি ত্রাহি, প্রাণ বুঝি যায়।

[শকুনির প্রস্থান।

(অর্জ্জুন ও উত্তরের পুনঃ প্রবেশ)

অর্জ্জুন। শুন শুন বিরাট নন্দন,
প্রাণ সত্বে রণ না ত্যজিবে কেহ—
রথ রাখ, কটকে দক্ষিণে করি।

[উত্তরের প্রস্থান।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। দেহ রণ, না যাহ অর্জ্জুন ;
এ কি! তমোময় বাণ-সম্মোহন—
সর্ব্বসৈন্য চেতন হরিবে ?
জ্ঞানালোক নিভে বুঝি মম—
না চলে চরণ আর।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। পরকার্য্যে করিলাম বহু জ্ঞাতিক্ষয়,
কি কহিবে ধর্ম্মরাজ মোরে।

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর। এনেছি বসন,
উত্তরা যাচিল যাহা আছিল স্মরণে

অর্জ্জুন। স্পর্শ নাহি—ভীষ্ম দ্রোণ কৃপে ?

উত্তর। তব বাক্য হেলা নাহি করি দেব,
কি অদ্ভুত বীর্য্য তব।

অর্জ্জুন। রাখ মম বিক্রম-বাখান,

রাজ্যে নাহি কহ আমি করিনু সংগ্রাম,
নিজ বলে সমর জিনিলে—
বার্ত্তা দেহ রাজ্যময় ;
যত দিন নাহি হয় পাণ্ডব-উদয়—
প্রচার না কর কথা।

উত্তর। হব মাত্র ঘৃণার ভাজন—
মিথ্যা মম হইবে প্রচার।

অর্জ্জুন। অকারণে মানা নাহি করি,
আইল শর্ব্বরী চল যাই রাজ্য-মুখে।

উত্তর। দেবের তনয় হইল সহায়,
জানাব' পিতারে আমি।

অর্জ্জুন। কহ যেবা তব মন,
নাহি দেহ পাণ্ডবের পরিচয়।

উত্তর। মতিমান্, বিজয় প্রতিজ্ঞা তব,
আর কিবা প্রতিজ্ঞা তোমার ?

অর্জ্জুন। যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে যে জন—
সবংশে নিধন তার ;
চল, পুরবাসী সচিন্তিত।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দ্রোণ প্রভৃতির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। দেখ—দেখ, মাতুল এ স্থলে
পাকে পাকে বুলে,—
পাশ-অস্ত্রে বদ্ধ হস্ত পদ,
মুক্ত কর মাতুলেরে।

(শকুনির বন্ধন-মোচনে গমন)

শকুনি। মৃত আমি, নহি মার বাণ।

দুঃশাসন। মুণ্ডে বাজ—হারায়েছ জ্ঞান,
রণ পরিহরি শিহর সপক্ষ হেরি!

শকুনি। কহ কটু, প্রাণে না মারহ!

দুর্য্যোধন। না দেখ নয়নে, কে মারিবে প্রাণে,—
দুঃশাসন খুলিছে বন্ধন।

শকুনি। দুর্য্যোধন? বাপ—বাপ,
হেন শাস্তি
ছার ধেনু হেতু ঘুরিলাম পাকে-পাকে—
যেন পাশা মম সভাস্থলে।

দ্রোণাচার্য্য। দেখ—দেখ, নিরুৎসাহ সুশর্ম্মা ভূপাল,
পরাজয় পাইল বুঝি ভীমের সমরে।

(সুশর্ম্মার প্রবেশ)

সুশর্ম্মা। মহারাজ, তিল আর না রহ এখানে,
গন্ধর্ব্বে নাশিবে সবে।
রণ জিনি বাঁধিয়ে বিরাটে
আনিলাম কৃষ্ণনদী-পারে—
বিরামের তরে শিবির পাতিনু তথা,
এল—এল, বিরাট আকার,
কোথা দুর্য্যোধন, কোথা দুঃশাসন,
কোথা ভষ্মী, কর্ণ, দ্রোণ—
এই মুখে রব তার,
এল ধেয়ে সংহার-মুরতি।
কুঞ্জরে কুঞ্জর, অশ্বে অশ্ববর,

রথে রথ বিনাশিল,
বেত্র সম চালিল শাল্মলী !
সর্ব্ব-সৈন্য দলি,
কেশে ধরি আমারে লইল,
অন্য-করে বিরাটেরে ধ'রে
চলিল পবন বেগে,
কর্কশ কর্ষণে হারাইনু জ্ঞান,
কিছু নাহি জানি আর—
মৎস্যসৈন্য-মাঝে লভিনু চেতন।
বিরাট সভায় কঙ্ক দয়াময়,
সেই দিল প্রাণ দান।

ভীষ্ম। বৎস দুর্য্যোধন, ধরহ বচন,
ভীমসেন, আচার্য্য কহিল যাহা।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পরাপর নাহি জ্ঞান—
মুণ্ড রাখি কিরীটী কাটিল,
তোরে না বধিল, অর্জ্জুন বান্ধব-প্রিয়
সে আসিলে কারে না ছাড়িবে,
চল বৎস, চল রাজ্য-মুখে।

দুর্য্যোধন। শ্রেয়ঃ হেয় দেহ বিসর্জ্জন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

(যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী)

যুধিষ্ঠির। শুনিলাম বহু সৈন্য রণে হইল নাশ,
শত্রুমধ্যে হ'ল কি প্রকাশ
তুমি বীর ধনঞ্জয় ?

অর্জ্জুন। পরিচয় আচার্য্যে দানিনু অস্ত্রমুখে,—
গুরুর উত্তরে
বুঝিলাম কৌরবের মন,—
রাজ্যধন যুদ্ধ বিনা নাহি দেবে।

ভীম। যুদ্ধ—যুদ্ধ! সন্ধি নাহি চাহি।

যুধিষ্ঠির। কহ ভাই, কি কর্ম্ম করিলে—
খণ্ডে নাহি অজ্ঞাত নিয়ম,
সত্যবদ্ধ আছি সবে, পুনঃ যাব বনে।

অর্জ্জুন। মহারাজ, উর্ব্বশীর শাপমুক্ত আমি,
ক্লীবত্ব ঘুচেছে মম,—
বৎসর হয়েছে অতিপাত।

যুধিষ্ঠির। সহদেব, গণনায় করহ নির্ণয়।

সহদেব। পল পল—দিন দিন, নিত্য নিত্য গণি—
পরদাস বঞ্চিলাম সময় গণিয়া,
ত্রয়োদশ দিন আরও অধিক হইল।

ভীম। সহদেব, কোল দে রে মোরে,
জয় ধর্ম্মরাজ অবনী ঈশ্বর,
পুরন্দর জিনি প্রভা!

যুধিষ্ঠির। স্থির হও বৃকোদর,
শুভদিনে হইব প্রকাশ।

সহদেব। আজি প্রাতে শুভদিন রাজা।

দ্রৌপদী। হের উষা বিকাশে লোহিত আভা।

যুধিষ্ঠির। আজি তবে হইব প্রকাশ।

সকলে। জয় জয় যুধিষ্ঠির, অবনী ঈশ্বর।

(যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে উপবেশন)

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর। জয় জয় ধর্ম্ম নবরায়,
নরোত্তম ধর্ম্ম অবতার!

যুধিষ্ঠির। বান্ধব-প্রধান তুমি, জনক তোমার—
আশ্রয়ে যাঁহার,
ছয়জন বঞ্চিলাম নিরাপদে।

(বিরাটের প্রবেশ)

বিরাট। একি, সুরাপান করিয়াছে সবে।
গর্ভপাত হয় এ চীৎকারে।
উঠে মৃত মহানিদ্রা ত্যজি,
আরে কঙ্ক, এ কি আচরণ?
কোথা ব্রহ্মচর্য্য তোর?
বিলাস-বঞ্চন, মৃত্তিকা-শয়ন,
কোথা আজি?

কোন্ লাজে বসেছিস্ সিংহাসনে ?
পঞ্চস্বামী গর্ব্ব সদা কর,
কেশিনী সৈরিন্ধ্রী সতি,—
এই কি গন্ধর্ব্ব স্বামী তোর ?

যুধিষ্ঠির। উগ্র নাহি হও ভীমসেন।

বিরাট। সুরাগ্নি নয়নকোণে ঝরে,
এ কুবুদ্ধি কে দিল রে তোরে—
ছত্র করে দাঁড়ায়েছ পাশে !
আরে বৃহন্নলা, হলো শিক্ষা-বেলা ;
করযোড়ে আছ উপস্থিত !
আরে অশ্বপাল, আরে রে গোপাল,
দুইভিতে চামর ঢুলাও !
আরে রে উত্তর, আছ ভূমি 'পর,
কপিবর রামপদে যেন !
হারাইলি জ্ঞান,
নাহি জানি কিবা মন্ত্র-বলে—
একেশ্বর জিনি কুরুদলে,
মহাকীর্ত্তি ভূতলে স্থাপিলে,—
এই কি রে পরিণাম তার ?

উত্তর। পিতা, শীঘ্র কর নমস্কার,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার !
হের বীর বৃকোদর,
সুশর্ম্মা-সমরে করিল যে পরিত্রাণ,
যার গদার বাতাসে—
সৈন্য উড়ে রেণু সম !

বৃহন্নলা নয়, হের ধনঞ্জয়,—
যে দেব-তনয় হইল সহায়
দুস্তর কৌরব রণে !
দেখহ নকুল,
অরিকুল নিকটে না রহে যার।
শক্তিধর কুমার সমান,
হের বীর্য্যবান্ সহদেব !
হের যাজ্ঞসেনী দ্রুপদ-নন্দিনী—
লক্ষ্মীস্বরূপিণী ভবে !—
জয় জয় জয়, পাণ্ডব উদয়,
জয়বার্ত্তা দেহ রাজ্যময়।

বিরাট। সত্বর উত্তর, রাজ্যে দেহ রে ঘোষণা,
জয় জয় বাজুক বাজনা,
মহোৎসব হোক রাজ্যময়
জন্ম জন্ম কত পুণ্য করিলাম আমি—
পাণ্ডবের স্বামী প্রকাশ আমার পুরে !
দীনজনে করুণা-নয়নে
চাও ওহে ধর্ম্মরাজ !
কন্যাদায়ে পরাণ আকুল,
অনুকূল হও নৃপমণি,
করি যোড়পাণি, পাণ্ডব ফাল্গুনী,
কন্যা মম করহ গ্রহণ।

অর্জ্জুন। অবধান ধর্ম্ম নৃপমণি,
নিবেদন ভীমসেন তব পদে,
রাজরাণী শুন যাজ্ঞসেনি,

শুনহ নকুল, শুন শুন সহদেব,
নাহিক দুহিতা মম, পাইয়াছি দুহিতা এ পুরে।
যদি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মরাজ,
সবাকার হয় অভিমত,
কিনিব কুমারী আমি অভিমন্যু-পণে।

যুধিষ্ঠির। বৈবাহিক, এস করি কোলাকুলি।

ভীম। রাজা, কোল দেহ বল্লভ ব্রাহ্মণে।

নকুল। অশ্বপাল তব।

সহদেব। গোপালে না ভুল রাজা।

বিরাট। যেন সুধাকর সুধা প্রদানিল,
আমোদে বিভোর তনু!

যুধিষ্ঠির। ভ্রাতাগণ, বার্ত্তা দেহ বান্ধব-সমাজে,
যুদ্ধ যদি কৌরবের মন,
বন্ধুগণ মিলিতে উচিত।

অর্জ্জুন। মায়া-রথে যাইব এখনি,
তিনপুর জানিবে বারতা;
আসিব শ্রীকৃষ্ণ সহ অভিমন্যু লয়ে,
প্রভাকর না ঢাকিতে যামী!

যুধিষ্ঠির। প্রাতঃকৃত্য চল সবে করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কুঞ্জবন

উত্তরা

উত্তরা। পোহাইল সুখের যামিনী,
পুনঃ হাসিল মেদিনী
রঙ্গিল কিরণ-ধারে।
সেই কুঞ্জবন,
প্রফুল্ল গাইছে পাখীগণ,
ঢলি ঢলি কলি ছড়াইছে বাস,
দিক্ সুপ্রকাশ,
কিন্তু হায়, বৃহন্নলা না শিখাবে আর!
অভিমন্যু নামে
স্বপ্নদৃষ্ট দেবের নন্দনে,
হেরি যেন শূন্যপথে,
ঝরে ফুল পদধ্বনিপ্রায়,
প্রতি বায় বিচঞ্চল কলেবর!—
কি জানি অভ্যাসে যদি বলি বৃহন্নলা,
তাতে লজ্জা করিতে নারিব।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ)

সুদেষ্ণা। কে জানিত অদৃষ্ট প্রসন্ন হেন—
পাণ্ডব-কুমারে তনয়ারে সমর্পিব।

উত্তরা। (গীত)

যোগিয়া ত্রিতালী।

দুকূল বাসে হেম-ঊষা হাসে,
কমলিনী প্রমোদিনী বিমল সলিলে।
হেলা দোলা, ফুলকুলকুন্তলা,
তমাল-সোহাগিনী ধীর অনিলে।
কোকিল-কাকলি-কূজিত কুঞ্জে,
পরিমল আকুল অলিকুল গুঞ্জে ;
বনরাজি রঞ্জিত নীহার-হারে,
ভর ভর ঝরঝর মুকুতা-ধারে,
নিঝ'র সঙ্গীত মধুর তারে,
মাধুরী হিল্লোল মৃদুল বাহিল,
কেন কেন কেন মম প্রাণ মোদিল,
নাচে নবীন প্রাণ অরুণ হাসিলে।

সুদেষ্ণা। মরি মরি কি মধুর ধ্বনি,
কেন বিষাদিনী মা আমার ?
পাণ্ডব শিক্ষায়,
কি সুন্দর কন্যা মম গায় !
বধূ বলি শিখাইল সযতনে।
রিপু জয় ধনঞ্জয় বীর,
কেন—কেন মা আমার,
বিমল গগন পানে চাও ?

উত্তরা। মা আমার,
(গলা ধরিয়া) মা—মা !

সুদেষ্ণা। কেন গো বিরস মুখ তোর ?
কত শত অমূল্য রতনে

বর নিয়ে বসিবি বাসরে,
চাঁদমুখে হেরি হাসি মা আমার।

উত্তরা। হ্যাঁ মা, হাসে সবে বিয়ের সময় ?

সুদেষ্ণা। উন্মাদিনী নন্দিনী আমার !

উত্তরা। মা গো, কেঁদে যেন উঠে প্রাণ,
দিবস-শর্ব্বরী—
চারিদিকে কিরণ শরীরী,
কভু হাসি, কভু কাঁদি হেরি কারে—
জননি তোমায়, কেমনে দেখিব আর ?

সুদেষ্ণা। আমি যাব, তুমি মা আসিবে।

উত্তরা। তবে বৃহন্নলা—
না, না তাতে কেমনে দেখিব ?
মা গো, কত দিকে ঘোরে মন !

সুদেষ্ণ। এস মা আমাব,
করিব মঙ্গল-পূজা তোমার কল্যাণে।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দরদালান

শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

শ্রীকৃষ্ণ। কহ সুবদনি, বেণী বাঁধিবে কেমনে,
সন্ধি যদি করে দুর্য্যোধন ?
যুধিষ্ঠির, শান্তি বিনা নাহি যার মন,

রণ-আকিঞ্চন কভু না করিবে সতি,
এলোকেশী চিরদিন রবে ?
ভুজঙ্গিনী বেণী আর না দুলিবে—
যাহে
স্বয়ম্বরে বিমোহিলে নৃপতি-সমাজ ?

দ্রৌপদী। তোমা বিনা মনোবাঞ্ছা কে পূরাবে হরি !
যদি হে মুরারি, হও বিঘ্নকারী—
নারী আমি কিবা সাধ্য আর ?
বেণী না বাঁধিব,
কৃষ্ণ ব'লে সলিলে ত্যজিব প্রাণ।
যবে স্বয়ম্বরে—চক্র-ছিদ্রপথে,
মৎস্য-চক্ষে দ্রোণ প্রহারিল শর—
চক্রধর,
চক্র আচ্ছাদনে বিফল করিলে বাণ,
কর্ণের সন্ধান নিবারিলে যদুবীর,—
বুঝি ভেবেছিলে স্থির
বিধিমত অপমান করিবে নারীর ?
বুঝি বৃন্দাবনে মানিনীর মানে
পেয়েছ যে অপমান,
প্রতিদান করিবে তাহার ?
ধরি পায়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
শিখেছ কি নিষ্ঠুরতা,
তাই ব্যথা দিবে—
চরণে আশ্রিতা অনাথিনী রমণীরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। পরিহাস রাখ সুলোচনা,

চিরদিন জান তুমি নৃপতির মন ;
ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মের বিচার,
ধর্ম্ম বিনা নাহি তাঁর আর,
চিরশান্তি হৃদি-মাঝে,—
বিগ্রহে বিরত সদা মতি।

দ্রৌপদী। হে মাধব,
কিবা তব মন শুনিবারে করি সাধ।

শ্রীকৃষ্ণ। নহে ইহা যাদব-বিবাদ,
কৌরব-বিগ্রহে মতামত কিবা মম ?

দ্রৌপদী। পীতবাস,
তোমা বিনা পাণ্ডবের কিবা গতি ?—
হে রাধা-রঞ্জন, লজ্জা-নিবারণ
কে করিত সভামাঝে,
যবে দুঃশাসন বসন টানিল বলে ?
দুর্ব্বাসা-পারণে জনার্দ্দন বিনে
কে রাখিত পাণ্ডবেরে ?
ভুলায়ো না আর—
একে ভোলা মন নারায়ণ ;
নারী আমি,
কিবা অধিকার বিগ্রহ-সন্ধিতে মম ?
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান—
পাঞ্চালীর কৃষ্ণ সখা ;
কহি আমি সখারে কাঁদিয়ে
দহে হিয়ে প্রতিহিংসা-হুতাশনে !
রজঃস্বলা একবস্ত্র বালা—

কেশে ধরি টানিল বসন।
শান্তি যদি নৃপতির মন,
দুর্য্যোধনে দিন আলিঙ্গন,
হোক্ শান্তি ভুবনে প্রচার,—
শান্তি প্রাণ না চাহে আমার।
পাণ্ডবের গৃহে শান্তি না রহিবে কভু,
জলে বা গরলে, জলন্ত অনলে, কিবা—
হরি তব পদ স্মরি—
ত্যজিব এ হেয় প্রাণ ;
জানিব হে মনে—দীননাথ নহ তুমি,
মনস্তাপ রমণীর নাহি জান!
হে মাধব:কর যেবা তব মনে।

শ্রীকৃষ্ণ। অকারণে নাহি কহি চন্দ্রাননে।

দ্রৌপদী। পায়ে ধরি রাখ হরি,
পূর্ব্বকথা আন্দোলন ;
এ উৎসব দিনে
নিরানন্দ কি হেতু করিবে?
হেন বুঝি—
সমাজে হে পুনঃ লাজ দিবে মোরে?

শ্রীকৃষ্ণ। জান না—জান না কৃশোদরি,
যে অনলে জলে প্রাণ মম ;
তাই কহ
ব্যথা দিতে করি কথা আলোচনা ;
সরলে, জান না—
দিন দিন পলে পলে কত সহি!

উন্মত্ত প্রভাবে দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়দল
নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে,—
দীন প্রজা বিকল বিগ্রহে,
কার শস্য দহে শরানলে,
কার গৃহ চূর রথ-সঞ্চালনে,
কষ্টার্জ্জিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে।
জায়া পুত্র অন্ন বিনা মরে ;
সন্তানে না পাঠাইলে রণে,
নৃপ-কোপে সর্ব্বনাশ তার ;
বলাৎকার—সুন্দরী দেখিলে,—
প্রমাণ বুঝহ জয়দ্রথ-আচরণে।
হীনবল দীন স্বামী, পিতা কি করিবে?
রক্ষক ভক্ষক—
নীরবে দারুণ জ্বালা সহে,
কারে নাহি কহে,
উষ্ণশ্বাস সমীরণ বহে,
যে তাপে হৃদয় দহে মোর।
দান আমি, দীন সহ সম ব্যথা মম,—
বদ্ধ কারাগারে,
দীন পিতা, জননী আমার,
বেদনা-ব্যথিতা,
তবু সন্তান কামনা
নাহি করে অভাগিনী।
জাগিছে প্রহরী,
পুত্রে ধরি তখনি বধিবে

যমদূত নৃশংস কংসের দাস—
আশাশূন্য কারাগারদ্বারে।
কারাগার জন্মস্থান মম,
ঘোরতর বারি-বরিষণ,
অশনি-নিঃস্বন,
ঘোরবাত শন্‌শনি প্রলয় দুর্যোগ,
কংসচর অসংশয়ে নিদ্রাগত যাহে।
দীনের নন্দন,
দীন ক্ষীণ কোলে আসিনু যমুনাপার
দীন বৃন্দাবনে
দেখিলাম দীন-হীনগণে,
দীন নন্দ, দীন মা যশোদা,
দীন বাল্যসখা, দীনা সহচরীগণে,
দীন গোপালবালক,—
বুঝিয়াছি দীনের বেদনা।
শুন সতি জ্বালিব অনল,
দুরন্ত ক্ষত্রিয় দল বল
জ্বালাইব সে আগুনে;
ধর্ম্মরাজ্য করিব স্থাপনা;
তুমি সখী, পার্থ সখা, সে কার্য্যে আমার।
পঞ্চজনে একই বন্ধনে
বাঁধিতে জনম তব;
উৎসবে ব্যসনে,
তিলমাত্র না হও বিস্মৃত;
বীরাঙ্গনা,

পঞ্চজনে উত্তেজনা-ভার তব।

দ্রৌপদী। গতি মতি সকলি হে তুমি,
কহ, আমি নারী কোন্ কার্য্যে অধিকারী ?

(নেপথ্যে ভেরী রব)

শ্রীকৃষ্ণ। বাজে শুন পাঞ্চালের ভেরী,
আইল বুঝি পিতা-ভ্রাতা তব।
পাইলে বিরলে
ধৃষ্টদ্যুম্নে কর উত্তেজনা,
বিরাট, পাঞ্চাল
দুই মাত্র পাণ্ডব সহায়।

দ্রৌপদী। পীতাম্বর পাণ্ডবের একমাত্র সখা,—
মিছা অন্য সহায় সকল।
যাই, রাণী আছে প্রতীক্ষায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পুরী-অভ্যন্তরস্থ পথ

সৈন্যগণ

১ম সৈন্য। বাজ্না বাজ্ছে ঝমাঝম্,
নাচ চলেছে রমারম্,
রাজা রাজড়া—বেদম এসে পড়েছে।

২য় সৈন্য। আমাদের কি তা বল্,

লড়াই বাধ্‌লো তো চল,
বে, হবে তো খাড়া হ দল।

১ম সৈন্য। কেন, তুই কোথায় ছিলি ?
ভীম ঠাকুর কত টাকা দিলে।

২য় সৈন্য। আরে রাখ্‌ টাকা,
ঠ্যাং গিয়াছে চ'লে চ'লে ;
যদি বাজ্‌লো ভেরী
চল্লো সব সারি সারি ;
এলেন কিনা খড়্গাদ্যুম্ন,
এলেন কিনা কানাই বলাই বাত্তকি,
বলি আমাদেরও তো জান্‌, না কি ?

১ম সৈন্য। তুই ঘোর পাতকী,
কোথা ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি,
না বল্লেন,—খড়্গাদ্যুম্ন বাত্তকি ?

২য় সৈন্য। আরে ঢেঁকি,
যে ম'লাম নাম, অত মনে থাকে কি ?

১ম সৈন্য। ঐ দেখ্‌, আবার সেই পাগ্‌লা বামুন এল।

২য় সৈন্য। ভালই তো হলো,
আসুক চলে, এবার তুই দিস নে ঠেলে,
বেড়ে মিঠে মিঠে বলে।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। আরে শুনেছিস্‌—
মস্ত কেলে বেড়াল ছানা,
রাজ্যে এসে দেছে হানা,
ভেঙে গেছে সাওড়ার ডাল,

মানুষ মর্‌বে পালে পাল।

১ম সৈন্য। তুই বারণ করিস্‌, কিছু বলিস্‌ নি—
শালার খালি গাল।

ব্রাহ্মণ। কাগা গিয়েছে দক্ষিণমুখো
এবার ভারি শুকো,
প্রাণপুরে যাই কল্যাণ ক'রে,
না খেয়ে সব প'ড়ে ধুঁকো।

১ম সৈন্য। দেখ্‌, এই শুভদিনে
গাল দেয় যাহা আসে মনে,
দাঁড়িয়ে শুন্‌ছি দু'জনে
কেউ যদি শোনে—
ফের পড়্‌বে গর্দ্দান নে।

২য় সৈন্য। ওঃ আমার কি রাজা।
কচ্ছে মজা শুন্‌লে তোর বড় দোষ?
তোর রসের কথায় মন লাগে না,
ঐ বড় আপশোষ!

ব্রাহ্মণ। আরে শোন ভাল কথা,
ঐ গাছে ছিল মড়ার মাথা,
শকুনিতে চোক ঠুকুরে গেছে,
এবার দেখ্‌ছি এচে
হিঃ হিঃ মরদের পো, কেউ যাবে না বেঁচে।

১ম সৈন্য। দূর হ,—যা।

ব্রাহ্মণ। কা—কা—কা—
উঠলো বলে হা—হা—হা,—কা—কা—কা।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

(দ্রৌপদী, উত্তরা ও নারীগণের প্রবেশ)

নারীগণ ।— (গীত)

ধুল-সারাঙ্গ—দাদ্‌রা

পুলিনে কালা খেলে জলে যাবো না লো ।
গরবে ফিরে যাব ফিরে চাব না লো ॥
ওলো সাধে কি বলি লো যাসনে জলে,
কত রঙ্গ করে হেরে অঙ্গ জ্বলে ;
মানা মানে না হেসে লো সঙ্গে চলে ;
কথা কইতে এলে কথা কব না লো ;
কুল-মান গেলে ফিরে পাব না লো ॥

দ্রৌপদী । শ্রী অতি সুন্দর গড়েছে
পুরোহিত-জায়া তব ।

উত্তরা । দেখ গো জননী,
কে ব্রাহ্মণ মলিন বসন
অতি দীন, দেহ কিছু ।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । (দ্রৌপদীকে দেখিয়া) মা আমার
এলোকেশী ধূমাবতী,
থাক্‌বে না কারু বংশে বাতি,
কা—কা—কা, হা—হা—হা ।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।

সুদেষ্ণা । পাগল ব্রাহ্মণ,
নিতান্ত দুর্ম্মুখ, তাই হেন দশা ।

নারীগণ।— (গীত)

কালা বাজালে বাঁশরী, কর' মানা,
ঘরে ননদিনী সে জানে না লো।
ডাকে রাধা বলে,
কত লোকে কত বলে ছলে;
জ্বালা মনে রাখি,
লাজে আঁচলে বদন ঢাকি,
আর সহে না লাঞ্ছনা লো।

(ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

দ্রৌপদী। হে ব্রাহ্মণ,
কুবচন বল কি কারণ?
লহ ধন।

ব্রাহ্মণ। (উত্তরাকে দেখিয়া) এটী কি তোর মেয়ে?
আহা দেখ্‌রে চেয়ে যেন ক্ষীর-পুত্তলি,
শীগ্‌গির খুল্‌বে হাতের রুলি,
কা—কা—কা, হা—হা—হা!

উত্তরা। মা—মা!

সুদেষ্ণা। কি কর রক্ষক?

১ম সৈন্য। ওরে সর্ব্বনাশ হলো,
পাগলের তরে গর্দ্দানা বুঝি গেল।

ব্রাহ্মণ। আস্‌ছে কলি, ঠিক বলি
তাই ঠেলাঠেলি। [ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

নারীগণ।— (গীত)

যোগিয়া-ভঁয়রো—নক্‌টা

ও মা কেমন যোগী, ছিছি লাজে মরি,
সাধে পায়ে ধরে, বল কি করি লো।

ভাসে নয়ন দুটী, তুলে বদন খানি,
বলে রাখ' রাখ' মানিনী লো।
যোগী অনুরাগে, মান ভিক্ষা মাগে,
ওলো যোগীরে যেতে বল, মোরা কুলনারী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক

উপবন

অভিমন্যু

অভিমন্যু। কি সুন্দর চলে মায়া রথ!
পুন যদি মন্দানল হয় হুতাশন,
আমি যাব দেব-রণে
পিতার সমান পাইব বিমান ধনুঃ।
স্বয়ম্বর উঠিল ভারতে
নাহি আর লক্ষ্যভেদ পণ,
কোথা যদি হয় স্বয়ম্বর,
নাহি কহি মাতুলে জনকে,
কন্যা আনি দিই যদুগণে,
বিবাহ হইবে, কন্যা মম কিবা কাজ।
হাসি পায় পূর্ব্বকথা হ'লে মনে,
লক্ষ্মণার আশে শাম্ববীর গেল স্বয়ম্বরে,
সূতপুত্র বাঁধিল তাহারে,
ডুবাইল যাদব-গৌরব।

নহে মম বিবাহসময়,
করি অরি ক্ষয়,
বিবাহের ছিল বহুদিন ;
চিন্তায় না নিদ্রা আসে মম,
কি জঞ্জাল, বালিকা ফিরিবে সাথে সাথে !
কত দিনে ঘুচিবে বালক নাম,
কেহ না বারিবে
মহারণে করিতে প্রবেশ।
রহ দুর্য্যোধন,
দেখিব কতেক সৈন্য করিবে সঞ্চয়,
বৃদ্ধ ভীষ্ম কিরূপে বা রাখে ঠাট।
শুভক্ষণে ধনুঃ করে ধরিলেন তাত
বজ্রপাত ধনুক-টঙ্কারে।
অন্যমনে আসিলাম বহুদূরে ;
আহা,
সুন্দর চন্দ্রমা খেলে কুমুদিনী সনে।
বসি এই সরসীর তীরে ;—
গোপরাজ্য মনোহর হেন,
কভু নাহি ছিল জ্ঞান।

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। একাকিনী সঙ্গিনী চৌদিকে যেন,
গায় যেন মৃদুস্বরে—
স্বপ্নে হেরি সকলি উজ্জ্বল,
ছায়া আসে কোথা হতে ?

ওই সেই দেবের কুমার
ওই ছায়া ! (মূর্চ্ছা)

অভিমন্যু। মরি মরি, আপন পাসরি
কে খসিল সুধাকর হ'তে ?
মরি মরি,
প্রাণে পাই ব্যথা, ছিন্ন স্বর্ণ-লতা,
কৌমুদী-গঠিত কায়,
নিবিড় কুন্তলে কৌমুদী আদরে খেলে,
নয়ন-রঞ্জিনি, উঠ বিনোদিনি,
সুচারুহাসিনি, কেন এ শয়ন তব ?

উত্তরা। রহ তুমি, নাহি যাও দূরে
ভয় হয় ছায়া হেরে।

অভিমন্যু। এ কি ভাব বদনে নেহারি ;
বুঝি উন্মাদিনী
সুবিকাশ নলিন-নয়ন,
শূন্য প্রায় নাহি তাহে ভাষ।

উত্তরা। ধর তুমি কুমারীর বেশ,
নহে লজ্জা পাব,
দোঁহে মিলে গাইতে নারিব,
গাও গান, শুনি প্রাণভরে।

অভিমন্যু। শুন শুন বালা, না হও উতলা,
কেন কেন পড়েছ ধূলায়,
ছিন্ন কমলিনী সম ?
শূন্যে কিবা হের, কহ কথা চন্দ্রাননি !

উত্তরা। গাও সে মধুর গান,

নহে প্রাণ হইবে অধীরা,
সে মধু লহরী নিত্য মম মনে জাগে,
গাও নহে যেতে নাহি দিব।

অভিমন্যু। (গীত)

বেহাগ—আড়াঠেকা

যামিনী ঝিমি ঝিমি শশী সনে ভাসে,
নির্ম্মল নীল নীরব আকাশে,
তারাদল ভাসে প্রেম পিয়াসে।
মৃদু মধু কল্লোল, ঝল-মল হিল্লোল,
কুমুদ-বদন চুমি কৌমুদী হাসে।
নীহার মালিনী নীল নিকুঞ্জে,
মেদিনী তারকা নবকলি মুঞ্জে
হেলিছে খেলিছে সমীরে বিলাসে
আমোদিনী কেন মুদিত নিরাশে।

উত্তরা। সুন্দর এ গীত, কিন্তু নহে সে সঙ্গীত,
গাও সেই গীত,
গেয়েছিলে যাহা রবির কিরণে
শিখীপরে ধনুঃশর করে,
প্রাণ মম শূন্যে উড়ে যায়,
আছে প্রতীক্ষায়, না আসিবে কায়,
সে সঙ্গীত না শুনিলে।

অভিমন্যু। নিশ্চয় এ উন্মাদিনী;
বল সুলোচনে,
কোন্ গান শুনিতে বাসনা?

কেমনে বলিব,

নাহি মম কিরণ শরীরী তোমা সম,
নাহি সে কিরণ-স্বর,
স্বরে নাহি নাচে,
সে সুন্দর কিরণ-শরীরী ছবি,
করো না বঞ্চনা, নিত্য শুনি গান আমি।

অভিমন্যু। না হও উতলা, শুন গান,
এও অতি মধুর সঙ্গীত।

(গীত)

নট নারায়ণ—ঝাঁপতাল

তড়িত জড়িত বিপুল লোহিত,
বরণোজ্জ্বল প্রবল দানব দলবল হর,
শক্তিধর শিখীপর বিহরে।
ঘন হুঙ্কার ঘোর, তোমর ঝর ঝর,
প্রখর রুধির ধার,
প্লাবিত ধরাধর সমরে॥
ময়ূর গম্ভীর কেকারব,
ত্রিপুর দূর দূর প্রলয় উৎসব,
ভৈরব আহব, উথলে মহার্ণব,
দ্বাদশ ভাস্কর ঠিকরে॥

(বিরাট, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতির প্রবেশ)

বিরাট। হেরি রাণী অন্তরাল হ'তে,
বার্ত্তা ত্বরা দিল মোরে।

উত্তরা। বৃহন্নলা নাহি তব বেণী ?
ওই ছায়া! (মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন। এ কি একি সংজ্ঞাহীন বালা!

কি হেতু হাসিলে হরি ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, বালক বালিকা খেলা হেরি।

অর্জ্জুন। উঠ মা আমার !—

উত্তরা। বৃহন্নলা, পিতা—পিতা,
কোথা তুমি ধর মোরে কাঁপে মম হিয়া !

বিরাট। (অভিমন্যুর প্রতি) বৎস, দরিদ্রের ধন,
সঁপে দিই হাতে হাতে,
রেখ তুমি সযতনে।

উত্তরা। (চুপি চুপি) ছি ছি !

যুধিষ্ঠির। আজি হতে তুমি মা আমার,
পঞ্চপুত্র হের মা তোমার।

(দ্রৌপদী ও সুদেষ্ণার প্রবেশ)

দ্রৌপদী। হের রাজরাণি,
জামাতারে ধরেছে কি মনে ?
দেখ চেয়ে বিনা পণে কিনি নাই ধন !

যবনিকা